নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৯ ♦ ২৯ অক্টোবর - ৪ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

## মৃত্যু তুমি চিরস্থায়ী, তোমায় বড় ভালোবাসি

## খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে সন্তজনের উপস্থিতি

## *কবর আমাদের শেষ ঠিকানা*

## কবর তীর্থস্থান

# পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ডমিনিক রোজারিও
জন্ম: ১৯ নভেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

সময়ের আবর্তে ৫টি বছর হয়ে গেলো, এখনো বিশ্বাস হয় না তুমি আমাদের পাশে নেই, মনে হয় তুমি বিদেশে গেছো মেয়েদের কাছে, আবার ফিরে আসবে। আমাদের বিবাহিত জীবনের ৪৬ বছরের সেই স্বর্ণালি দিনগুলি হারিয়ে গেলো আর ফিরে আসবেনা হৃদয়ে অনুভব করতে খুবই কষ্ট হয়। আমরা চার সন্তান নিয়ে আশীর্বাদিত ছিলাম। অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও আমরা অনেক কিছু হয়তো পাইনি, কিন্তু যা পেয়েছি তা অনেক বেশি কিছু। তোমার সরলতা, হাসি-ঠাট্টা, অনর্গল কথা বলা, ভালো ব্যবহার, নম্রতা, পরোপকার ও খ্রিস্টীয় বিশ্বাস আমাদের জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করেছে। তোমার স্বল্পকালীন জীবনে গোটা পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও সমাজের জন্য অনেক কাজ করেছো যার তুলনা হয়না। তোমার মধ্যে কোন হতাশা-নিরাশা ছিলোনা। আত্মবিশ্বাস নিয়ে পর্বতসম বাঁধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছো এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়েছো। তোমার শূন্যতা আমরা সর্বত্র অনুভব করি। তুমি বেঁচে থাকবে সর্বদা আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে, অন্তরের মণিকোঠায়। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন জীবন শেষে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

স্ত্রী : নমিতা রেবেকা রোজারিও
বড় মেয়ে : অধ্যাপক ডা: রিনি জুলিয়েট রোজারিও
মেয়ে জামাই : ঝুটন জন কস্তা
নাতি : যোজন, জিয়ন
মেজো মেয়ে : রিয়া লিলিয়ান কস্তা (কানাডা)
মেয়ে জামাই : উজ্জ্বল পিটার কস্তা
নাতনি : এড্রিয়া, এডেলিন
ছোট মেয়ে : ডা: রিশা থিওডোরা রোজারিও (কানাডা)
মেয়ে জামাই : অপু পিউরিফিকেশন

বিজ্ঞ/৩৩৩/২৩

## প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

### আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| শেষ কভার (চার রঙ) | ৫০,০০০ টাকা | ৫৫৫ ইউরো | বুক্ড | ৭২০ ইউএস ডলার |
| প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | বুক্ড | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | বুক্ড | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ২৫,০০০ টাকা | ২৮০ ইউরো | | ৩৬০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ১৫,০০০ টাকা | ১৭০ ইউরো | | ২২০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ১২,০০০ টাকা | ১৩৫ ইউরো | | ১৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ৭,০০০ টাকা | ৮০ ইউরো | | ১০০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো) | ৪,০০০ টাকা | ৪৫ ইউরো | | ৬০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | | ২৯০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | | ২৯০ ইউএস ডলার |

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৩৯
২৯ অক্টোবর - ৪ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১৩ - ১৯ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**

সংগৃহীত

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org

**মূল্য : ১০ টাকা মাত্র**

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## সম্পাদকীয়

# মৃত্যু অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার

নভেম্বর মাস মৃতলোকের মাস। ২ নভেম্বর পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস। এ দিনে সকলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, এই পৃথিবী কারো জন্য চিরস্থায়ী আবাস নয়। মৃত্যু চিরন্তন সত্য। মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য কোন প্রাণীরই নেই। এ এক নির্মম বাস্তবতা। মৃত্যুর কাছে সবাইকে হার মানতেই হয়। যারা চলে যাচ্ছেন, তারা আমাদের কাছে এই সত্যই প্রকাশ করে যাচ্ছেন যে, আমাদেরও একদিন এমনি ভাবেই চলে যেতে হবে। তবে কখন, কে যায়, কিভাবে কার মরণ হবে তা কেউ জানে না। মৃত্যু জন্মের মতই একটি পরম সত্য।

জন্ম-মৃত্যু মানব জীবনের দু'টি বাস্তবতা। দু'টোই প্রবেশদ্বার। জন্মের মধ্যদিয়ে মানুষ পৃথিবীতে আসে। আবার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে পৃথিবীর জীবনের আবসান ঘটিয়ে অনন্ত জীবনলোকে প্রবেশ করে। জন্মমৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টুকু মানুষের আয়ুষ্কাল। মানুষ মাত্রই সসীম, কেউ চিরঞ্জীব নই। অনন্তকাল বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা কোন মানুষের নেই। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর জন্য মৃত্যু কখনো জীবনের শেষ নয়। রূপান্তর মাত্র। মৃত্যুর মধ্যদিয়েই আমরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করি। ঈশ্বরের সঙ্গে হয় আমাদের নতুন পথচলা। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা আরো বিশ্বাস করে যে, তাদের একদিন সকলেরই পাপ-পুণ্যের বিচার হবে। যারা ভালো করে তারা স্বর্গবাসী হবে; যারা মন্দ কাজ করে তারা শাস্তি পাবে অনন্ত নরকে। তাই জগৎ সংসারের জীবন-যাপনের উপরই নির্ভর করছে আমাদের পরকালের পরিণাম।

যিশু বলেছেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য ও জীবন।" যিশুকে অবলম্বন করে যারা পথ চলে, জীবন-যাপন করে তারা কখনো ধ্বংস হতে পারে না। মৃত্যু বড় ভয়ংকর, বড় কষ্টের। প্রিয়জন মারা গেলে কেউ কাঁদে না এমন পাষাণ হৃদয়ের মানুষ খুব কমই আছে। সবাই কামনা করে স্বাভাবিক মৃত্যু এবং পরিণত বয়সে যেন মৃত্যু হয়। সময় ঘনিয়ে এলে মনে সাধ জাগে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার। তবে মৃত্যুর জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকতে হয়। মৃত্যু আসে চোরের মত, সবার অলক্ষ্যে। তবে মৃত্যুচিন্তা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হতে, সৎ, পবিত্র ও পরিপূর্ণ হতে সাহায্য করে।

এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আমরা লোভের বশবর্তী হয়ে কত ধনসম্পদ জমা করি সামান্য কয়দিনের সুখের জন্য। অথচ মৃত্যু হলে কোনকিছুই আমাদের সঙ্গে যাবে না। সব কিছু ফেলেই চলে যেতে হবে। জন্ম হয়েছে। শূন্য হাতে, ফিরেও যেতে হবে তেমনিভাবে। সম্পদ শুধু সাড়ে তিনহাত মাটি কবরের জন্য। সুতরাং মিথ্যা মোহ-মায়া, লোভ-অহংকার না করে পরকালের চিন্তা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

জীবনের মালিক স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের জীবন তাঁর কাছ থেকে পাওয়া বিশেষ দান। মানুষের কল্যাণে, মানবতার সেবায় এই জীবনকে কাজে লাগানো উচিৎ। তবেই জীবনের সার্থকতা। ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকেই তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সসীম মরদেহে তিনি দিয়েছেন অমর আত্মা। সমস্ত জগত লাভ করে অমর আত্মাকেই যদি হারাই তবে লাভ কী। তবে যারা ভালো কাজ করবে তারা পাবে মহাজীবন। "তারা ঈশ্বরের সদৃশ্য হয় উঠবে, কারণ তারা তখন তাঁকে দেখতে পারে তাঁর প্রকৃত রূপে *(১ যোহন ৩:২)* তারা শাশ্বতকাল ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকবে।

২ নভেম্বর আমরা আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আপনজনদের স্মরণ করি। তাদের জন্য ধ্যান-প্রার্থনা করি। তাদের কৃতপাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। সেই সাথে নিজেরাও যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিয়ে সৎ জীবন যাপন করি। গানে বলা হয়েছে "সময় আছে জীবনকালে, নাহি উপায় মরণ হলে।" তাই এই পৃথিবীর প্রতিটি দিন হয়ে উঠুক অনন্তজীবন লাভের পথে একটি সুন্দরতম দিন। ঈশ্বর সকল মৃত ব্যক্তিদের পাপ মার্জনা করুন এবং তাদের দান করুন অনন্তজীবন॥ †

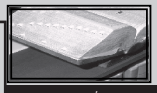

**তুমি তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালবাসবে। - মথি ২২:৩৯**

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

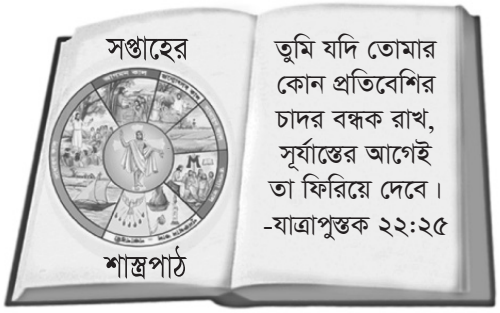


## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৯ অক্টোবর - ৪ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

**২৯ অক্টোবর, রবিবার**
যাত্রা ২২: ২০-২৬, সাম ১৮: ২-৪, ৪৭, ৫১, ১ থেসা ১: ৫-১০, মথি ২২: ৩৪-৪০

**৩০ অক্টোবর, সোমবার**
রোম ৮: ১২-১৭, সাম ৬৮: ১, ৩, ৫-৬, ১৯-২০, লুক ১৩: ১০-১৭

**৩১ অক্টোবর, মঙ্গলবার**
রোম ৮: ১৮-২৫, সাম ১২৬: ১-৬, লুক ১৩: ১৮-২১
**পরলোকগত ভক্তবৃন্দের মাস**

**১ নভেম্বর, বুধবার**
নিখিল সাধু সাধ্বী, *মহাপর্ব*
প্রত্যা ৭: ২-৪, ৯-১৪, সাম ২৪: ১-৪খ, ৫-৬, ১ যো ৩: ১-৩, মথি ৫: ১-১২

**২ নভেম্বর , বৃহস্পতিবার**
পরলোকগত সকল ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
প্রথম খ্রীষ্টযাগ: যোব ১৯: ১, ২৩-২৭, সাম ২৭: ১, ৪, ৭, ৮-৯, ১৩-১৪, রোমীয় ৫: ৫-১১, যোহন ৬: ৩৭-৪০
দ্বিতীয় খ্রীষ্টযাগ: ইসা ২৫: ৬, ৭-৯, সাম ২৫: ৪-৭, ২০-২১, রোমীয় ৮: ১৪-২৩, মথি ২৫: ৩১-৪৬
তৃতীয় খ্রীষ্টযাগ: প্রজ্ঞা ৩: ১-৯, সাম ৪২: ১-২, ৫, প্রত্যা ২১: ১-৭, মথি ৫: ১-১২

**৩ নভেম্বর, শুক্রবার**
সাধু মার্টিন দ্য পরেস, সন্ন্যাসী
রোম ৯: ১-৫, সাম ১৪৭: ১২-১৫, ১৯-২০, লুক ১৪: ১-৬

**৪ নভেম্বর, শনিবার**
সাধু চার্লস বরোমেও, বিশপ, *স্মরণ দিবস*
রোম ১১: ১-২ক, ১১-১২, ২৫-২৯, সাম ৯৪: ১২-১৩ক, ১৪-১৫, ১৭-১৮, লুক ১৪: ১, ৭-১১
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
রোমীয় ১২: ৩-১৩ --- বিকল্প, শিষ্য ২০: ১৭-১৮, ২৮-৩২, ৩৬, সাম ৮৯: ১-৪, ২০-২১, ২৪, ২৬, যোহন ১০: ১১-১৬

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

+ ১৯৭৯ ফাদার যোসেফ এম. রিক্ সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ সিস্টার ইম্মাকুলেটা মিত্র এসসি (ঢাকা)

**৩০ অক্টোবর, সোমবার**
+ ১৯৭২ সিস্টার এম. ডেনিস পেরেরা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

**৩১ অক্টোবর, মঙ্গলবার**
+ ১৯৫৯ সিস্টার থিয়োটাইম গিলবার্ট সিএসসি
+ ১৯৯৪ ফাদার আলেস্সান্দ্রো পেরিকো পিমে (দিনাজপুর)

**১ নভেম্বর, বুধবার**
+ ১৯৩১ সিস্টার এম. জার্লেথ, স্টেনটন সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮২ ঈশ্বরের সেবক বিশপ ভিনসেন্ট জে. ম্যাক্কলী সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৮ সিস্টার মেরী রেমন্ড গমেজ আরএনডিএম (ঢাকা)

**২ নভেম্বর , বৃহস্পতিবার**
+ ১৯৬৮ ফাদার লুইজি মার্তিনেল্লী পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ ফাদার গায়তানো কুরিয়নী পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ মন্সিনিয়র টমাস কুইয়া (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সিস্টার মেরী দত্তা এসএমআরএ (ঢাকা)

**৩ নভেম্বর, শুক্রবার**
+ ১৯৯৬ ফাদার এডমন্ড গেডার্ট সিএসসি (ঢাকা)

**৪ নভেম্বর, শনিবার**
+ ২০১২ সিস্টার ম্যাগ্ডেলিন ফ্রান্সিস আরএনডিএম (ঢাকা)

## খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

**১৬২৩:** লাতিন ঐতিহ্য অনুযায়ী, স্বামী-স্ত্রী খ্রীষ্টের অনুগ্রহের সেবাকর্মী হিসেবে মণ্ডলীর সামনে পরস্পর একে অন্যের নিকট সম্মতি দান ক'রে বিবাহ সংস্কার সম্পাদন করে। প্রাচ্য মণ্ডলীর ঐতিহ্যে যাজক হচ্ছেন (বিশপগণ বা প্রাচীনগণ) স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতির সাক্ষী, কিন্তু সংস্কারের সিদ্ধতার জন্য তাদের আশীর্বাদও একান্ত আবশ্যক।

**১৬২৪:** বিবাহের উপাসনা-অনুষ্ঠানসমূহ, আশীর্বাদ-প্রার্থনা ও "আবাহন-প্রার্থনা" দ্বারা নবদম্পতির উপর, বিশেষভাবে কনের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা দ্বারা বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ। এই সংস্কারের আবাহন-প্রার্থনায় দম্পতিগণ খ্রীষ্টের ও মণ্ডলীর ভালবাসার মিলনরূপে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে। পবিত্র আত্মা হলেন তাদের সন্ধির মুদ্রাঙ্কন, তাদের ভালবাসার চিরন্তন উৎস এবং তাদের বিশ্বস্ততার নবায়ন-শক্তি।

গ. বিবাহের সম্মতি

**১৬২৫:** বিবাহ-সন্ধির দুই পক্ষ হচ্ছে দীক্ষাস্নাত একজন পুরুষ ও নারী, যারা বিবাহ-চুক্তি সম্পাদনে স্বাধীন, যারা স্বাধীনভাবে তাদের সম্মতি প্রকাশ করে। "স্বাধীন হওয়ার" অর্থ হচ্ছে:
- কোন চাপের বশবর্তী হয়ে নয়;
- কোন প্রকৃতিগত কারণে বা মাণ্ডলিক আইন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত নয়;

**১৬২৬:** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্মতির বিনিময়কে খ্রীষ্টমণ্ডলী বিবাহের অপরিহার্য উপাদানরূপে গণ্য করে, যা 'বিবাহ সম্পন্ন করে। বিবাহ-সম্মতি ব্যতীত বিবাহের কোন অস্তিত্ব নেই।

**১৬২৭:** সম্মতি হল এমন একটি "মানবীয় ক্রিয়া যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর নিজেকে অন্যের নিকট দান করে": "আমি তোমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করছি" "আমি তোমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করছি"। যে-সম্মতি স্বামী-স্ত্রীকে একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে, সেই সম্মতি পরিপূর্ণ হয় দু'জনে "এক দেহ" হওয়ার মধ্যে।

**১৬২৮:** চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষের জন্যই সম্মতি হতে হবে বলপ্রয়োগমুক্ত ও গুরুতর বাহ্যিক ভীতিমুক্ত একটি স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া। মানুষের বিকল্প কোন শক্তি এই সম্মতির স্থান দখল করতে পারে না। যদি এই স্বাধীনতার অভাব থাকে, তখন বিবাহ অসিদ্ধ বলে গণ্য হবে।

**১৬২৯:** এই কারণে, (অথবা অন্য কোন কারণ যার ফলে বিবাহ বাতিল হতে পারে) খ্রীষ্টমণ্ডলী, যথাযথ মাণ্ডলিক আদালত কর্তৃক অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর, কোন বিবাহ বাতিল বলে, অর্থাৎ বিবাহের অস্তিত্ব আদৌ ছিল না বলে ঘোষণা দিতে পারে। এক্ষেত্রে, পূর্বেকার বন্ধনের স্বাভাবিক কর্তব্য পালন-সাপেক্ষে, বাতিলকৃত বিবাহের উভয়পক্ষ বিবাহ করার জন্য স্বাধীন বলে বিবেচিত হয়।

**১৬৩০:** যাজক (বা ডিকন) যিনি বিবাহ সম্পাদনে সহায়তা করেন, তিনি খ্রীষ্টমণ্ডলীর নামে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করেন এবং মণ্ডলীর আশীর্বাদ দান করেন। খ্রীষ্টমণ্ডলীর সেবাকর্মীর (এবং সাক্ষীদেরও) উপস্থিতি দৃশ্যমানভাবে এই সত্যই প্রকাশ করে যে, বিবাহ একটি মাণ্ডলিক বাস্তবতা।

**১৬৩১:** এই কারণে খ্রীষ্টমণ্ডলী সাধারণতঃ প্রয়োজন বলে দাবী করে যেন বিশ্বাসীভক্ত মাণ্ডলিক রীতিনীতি অনুসরণ ক'রে বিবাহ-চুক্তি সম্পাদন করে। কতকগুলো কারণ একই উদ্দেশ্যে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে:
- সংস্কারীয় বিবাহ হচ্ছে আনুষ্ঠানিক উপাসনার একটি ধর্মক্রিয়া। তাই এটাই সমীচীন যে, সমবেত মাণ্ডলিক উপাসনা-অনুষ্ঠানে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে।
- বিবাহ একজনকে মাণ্ডলিক একটি পদবিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করে, এবং স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে এবং তাদের সন্তানদের প্রতি খ্রীষ্টমণ্ডলীতে তাদের অধিকার ও দায়িত্বসমূহ সৃষ্টি করে;
- খ্রীষ্টমণ্ডলীতে বিবাহ যেহেতু একটা জীবনাহ্বানের অবস্থা, সে কারণে এর নিশ্চয়তা প্রয়োজন (তাই সাক্ষী থাকা আবশ্যক);
- জনসমক্ষে উচ্চারিত সম্মতিদানের বৈশিষ্ট্য 'হ্যাঁ, আছি' সম্মতিকে রক্ষা করে এবং তাতে বিশ্বস্ত থাকতে স্বামী-স্ত্রীকে সাহায্য করে॥

## ফাদার ফ্রান্সিস মুর্মু

**সাধারণকালের ৩০শ রবিবার**
**১ম পাঠ :** যাত্রাপুস্তক ২২:২০-২৬
**২য় পাঠ :** ১ থেসালোনিকীয় ১:৫গ-১০
**মঙ্গলসমাচার:** মথি ২২:৩৪-৪০

আজকের বাণীপাঠ গুলোর মূল বিষয় হল ভালোবাসা। যিশু যে দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিধানের কথা বলেছেন, সেগুলো হলোঃ ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও প্রতিবেশিকে ভালোবাসা। অর্থ্যাৎ এই ভালোবাসার দুটি অবস্থা: ঈশ্বর ও মানুষে এবং মানুষ ও মানুষে।

১ম পাঠে ঈশ্বর মোশীর মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতিকে সর্তক করে বলেন, তুমি কোন প্রবাসীর প্রতি কোন রকম অন্যায় বা অত্যাচার করোনা... কোন বিধবা বা কোন অনাথকে দুঃখ-লাঞ্ছনা দিয়ো না। কারণ এ রকম অন্যায় ঈশ্বরের দৃষ্টি আর্কষণ করে এবং নিপিড়ীত ভক্তের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। ঈশ্বর অন্যায়, অত্যাচার ও নীপিড়ন বিশেষভাবে অসহায়, দরিদ্রদের প্রতি সহ্য করেন না। এজন্য সবার সাথে আমাদের আচরণ যেন দয়া, ভালোবাসা ও ন্যায্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

২য় পাঠে সাধু পল থেসালোনিকীয়দের স্মরণ করিয়ে দেন মঙ্গলবাণী গ্রহণের আগে তাদের অবস্থা যেমন ছিল এবং মঙ্গলবাণী গ্রহণের ফলে তারা কেমন যিশুর ভালোবাসার নির্দেশে জীবন-যাপন করে সবার কাছে আর্দশ-মানুষ হয়ে ওঠেছিলেন। সাধু পল ও তার প্রচারের প্রতি তাদের আন্তরিক সহযোগিতা, আতিথেয়তা, এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাসের জন্য প্রশংসা করেছেন।

মঙ্গলমাচারে আমরা দেখি ফরিশিরা যিশুকে যাচাই করার জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করে, গুরু, বিধানের শ্রেষ্ঠ আদেশ কোনটি? যিশু সুন্দর করে সমস্ত আদেশের সারমর্ম একটি শব্দ, ভালোবাসা ও দুটি আদেশের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেন। এই দুটি আদেশের মধ্যদিয়ে সকল খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জন্য এক নতুন নির্দেশনা দান করেন। তিনি বলেন, তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে। আর দ্বিতীয়টি, তোমার প্রতিবেশিকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে। অর্থাৎ ভালোবাসার বিধানই হল শ্রেষ্ঠ বিধান। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে এবং তারই সাদৃশ্যে সৃষ্ট ভাই মানুষকে ভালোবাসাই সকল বিধান পালনে পূর্ণতা।

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকে গভীর ভালোবেসে, তাঁর নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তাকে আমাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে, সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসা মানে ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়া। আমরা যখন আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে স্থান দিই, আমাদের জীবনে তারই ইচ্ছা খুঁজি ও সে মত আমাদের পরিচালিত হতে দেই, তার সমস্ত আদেশ পালন করি, তাঁর উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করি, তার উপর নির্ভর করি, প্রতিদিন তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি, তাঁর সকল আশীর্বাদ, দয়া, অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ থাকি, তাঁর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি, তখনই আমরা প্রকাশ করি আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি।

অন্যদিকে ভালোবাসার দ্বিতীয় দাবিটি হল নিজের প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালোবাসা। সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বরের ইচ্ছা হল আমরা যাতে একে অন্যকে ভালোবাসি। কারণ প্রত্যেকে মানব সন্তানই তাঁরই ভালোবাসায় সৃষ্ট। প্রত্যেক মানব হৃদয়ে তার বাস। তাই তাদেরকে ভালোবাসা মানেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা। এর জন্য আমাদের উচিৎ জাতি ধর্ম, বর্ণ, শিশু,বৃদ্ধ, সাদা, কালো, ধনী, দরিদ্র সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে প্রত্যেকের পাশে দাঁড়ানো, ক্ষমা করা, সাহায্য করা, মর্যাদা দেওয়া এবং নিজের মত করে ভালোবাসা। আমরা যাতে কখনো কাউকে আঘাত না দেই, কাউকে কষ্ট না দেই, বরং দুঃখের সময় অন্যকে সান্ত্বনা দেই, অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যাই, সাহস যোগাই। আর এভাবেই আমরা অন্যকে ভালোবাসার মধ্যদিয়েই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারবো এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করতে পারবো।

সাধু যোহন তার পত্রে আমাদের ভাই মানুষকে ভালোবাসার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে বলেন, কেউ যদি বলে, সে পরমেশ্বরকে ভালোবাসে, আর তবুও সে যদি নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, তবে সে মিথ্যাবাদী, কারণ যাকে সে দেখতে পায়, তার সেই ভাইকে সে যখন ভালোবাসে না, তখন যে পরমেশ্বরকে সে দেখতে পায় না, তাঁকে সে তো ভালোবাসতেই পারেনা (১ যোহন ৪,২০)। তার মানে আমরা যাদের সঙ্গে থ াকি, যারা আমাদের আপনজন, প্রতিবেশি, যাদের আমরা সব সময় চোখে দেখি, সে সকল ভাইদের মধ্যেই ঈশ্বর উপস্থিত আছেন এবং তাদের ভালোবাসলেই আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি॥


# বড়দিন সংখ্যা ২০২৩ এর জন্য লেখা আহ্বান

**সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২৩" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৩ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

**লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী**

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

**লেখা পাঠাবার ঠিকানা**
**সাপ্তাহিক প্রতিবেশী**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
**E-mail :** wklypratibeshi@gmail.com

# খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে সন্তজনের উপস্থিতি

**ফাদার যোসেফ মুরমু**

১ নভেম্বর সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব দিবস। মণ্ডলী গুরুত্বসহকারে তা উপাসনায় উদ্‌যাপন করে। এ দিবসে গুরুত্বসহকারে সাধু-সাধ্বীদের স্মরণ করা হয়, আধ্যাত্মিকভাবে তাদের সাক্ষাৎ নেয়া হয়, তাদের নিকট প্রার্থনা ও কৃপা যাচনা করা হয়। কেননা,তারা খ্রিস্টভক্তদের যাবতীয় শুদ্ধ কাজে সম্পৃক্ত হয়ে পরিচালনা করে ও আত্ম-চেতনা দান করে। মাণ্ডলিক জীবন ধারায় সাধু-সাধ্বীরা স্বর্গীয় স্বরুপে ও পবিত্র নামে অনবরত উপস্থিত থাকেন। তারা খ্রিস্টভক্তকে খ্রিস্টের বাণী ধ্যানে ও ক্রুশীয় তাৎপর্য বহনে সক্রিয় করেন, পবিত্র ব্যক্তি হওয়ার ঐশ শক্তিও দান করেন।

মাণ্ডলিক উপাসনিক সংস্কৃতি ও সংস্কারীয় করণীয় হলো, শিশু বা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে দীক্ষা নেয়ার সময় সাধু-সাধ্বীর নাম দেয়া বা রাখা। এ নামে সে সমাজে পরিচিতি লাভ করে। এ নাম শুনলেই লোকে বুঝে,তিনি বা সে একজন খ্রিস্টান বা খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। আর যদি খ্রিস্টীয় নাম না থাকে, লোকেরা জানবে না তিনি কোন ধর্মের মানুষ বা ব্যক্তি। খ্রিস্টান হিসেবে ব্যক্তি বা শিশু দেশীয় নাম রাখবেন বা নিজ নিজ সংস্কৃতির নাম রাখবেন ঠিকই, কিন্তু নামের মাধুর্য্য থাকতে হবে, লোক সমাজে গ্রহণীয় যেন হয়। এমন কোন নাম রাখা উচিৎ হবে না,যে নাম শুনলে লোকে মস্কারা করবে,ব্যঙ্গ করবে। কাজেই সেদিকটা খেয়াল করে অর্থপূর্ণ নাম রাখায় ব্যাটার, তবে সর্বাঙ্গে সাধু-সাধ্বীদের নাম রাখাই বিধেয়।

সাধু-সাধ্বীদের পর্ব উদ্‌যাপনকালে একটু স্মরণ করা যায় যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান, যেখানে একটি অংশে যাজক প্রার্থীর পবিত্রতা কামনা করে সাধু-সাধ্বীদের লিতানী গাওয়া হয়। পুণ্য পিতাগণ যাদের সাধু/সাধ্বী বলে ঘোষণা করেছেন, ঐ নামই লিতানীতে রয়েছে, আবার সম্প্রতিকালে যাদের সাধু/সাধ্বী ঘোষণা করা হয়েছে তাদের নাম এ লিতানীতে নেই, তবে খ্রিস্টযাগ প্রার্থনা ও পত্রবিতানে তাদের নাম পাওয়া যায়, ওখান থেকে নাম সংগ্রহ করা যায় এবং ঐ লিতানী থেকে পছন্দমত একটি নাম নেয়া যায়, যে নাম আসলে আপনাকে বা ব্যক্তিকে আনন্দ দেবে। এ নাম একজন খ্রিস্টানের প্রকৃত পরিচয় বহন করে। যে কোন বেমানান নামে সভ্য সমাজে পরিচয় দেয়া কঠিন হয়। জটিল-কুটিল নাম শুনতে যেমন শ্রবণকটু লাগে, কর্মক্ষেত্রে বা অফিস পাড়ায় নামের ব্যাপারে প্রশ্নবিদ্ধ হতে হয়। এ জন্যে দু'য়ে অমুলক বাক্য বিনিময় হয়, সম্পর্ক কাদামাখা হয়ে যায়।

অনেকে বলে, নাম রাখলেই তো হয়,এর কারণে বিভ্রান্তকর কিছু সৃষ্টি না হলেও,তবে খ্রিস্টভক্ত বলেই নামটি খ্রিস্টীয় হওয়া চাই, তৎসঙ্গে নিজেস্ব সংস্কৃতির সুন্দর একটি নাম বা বাংলা নাম রাখলে যথার্ত হবে বৈকি। তবে বাংলা নাম রাখতে গিয়ে খ্রিস্টীয় সমাজের কেউ কেউ অজান্তে দেবদেবীর নাম রাখেন, কেউ কেউ ইসলামী নামও রাখেন, প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাণিকুল, নদী-নালা, পাহাড়-পবর্ত, নায়ক-নায়িকা ইত্যাদি নাম রাখেন, যেটি সঠিক মনে হয় না, কারণ আপনার-আমার নিজের সংস্কৃতি, ধর্ম রয়েছে, নিজেরটাই রাখা কি বৈধ্য নয়। আবলতাবল নাম রাখা অনচিৎ। বিভিন্ন দপ্তরে গেলে, অফিসার আপনার নাম শুনলে বলে বসে 'আপনি কোন ধর্মের মানুষ? তখন বেকায়দায় পড়তে হবে, ধর্মের পরিচয় দিলেই তো প্রশ্ন তোলে, 'তাহলে আপনার নাম ওমুক ধর্মের কেন? সুতরাং এদিকটা খেয়াল করে নাম রাখা সমুচিৎ। তাতে নাম নিয়ে বেকায়দায় পড়তে হবে না। বরং নামের কারণে আপনার ধর্মের প্রতিছবি প্রকাশ পাবে। সঠিক নাম হলে কখনো অযাচিত প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে না।

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে, অজস্র ধার্মিক নারী-পুরুষ, প্রবক্তা, মনীষী, রাজা, বিধান পণ্ডিত, সাধক, গায়ক যারা ঈশ্বরের ঘনিষ্টতায় পবিত্র হয়েছেন। আবার নতুন নিয়মে প্রেরিতশিষ্য, অনুতাপি নারী-পুরুষ, প্রচারক ও ধর্মশহীদসহ ধার্মিক ব্যক্তিগণ রয়েছেন, যারা যিশুর সংস্পর্শে এসে পবিত্র হয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং ঐশবাণীর সাক্ষী ও স্বাক্ষমর হয়েছেন, সাধু-সাধ্বী বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। আরো আছেন স্বর্গদূতবৃন্দ, যাদের নাম পবিত্র বাইবেলে তাৎপর্যময়তায় প্রকাশিত হয়েছে। তাদের পবিত্র নামের মধ্যে ধার্মিক জীবন প্রবাহমান, মণ্ডলীতে ও খ্রিস্টভক্তের মাঝে তারা সংগোপনে উপস্থিত হন। তারা সমস্ত মাণ্ডলিক জীবন ধারা উজ্জল ও সমৃদ্ধ করে চলেছেন। সুতরাং দীক্ষাস্নানে তাদের নাম যুক্ত করিয়ে নিলে খুবই খ্রিস্টীয় হয় এবং নিজেও খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিতে সম্মানবোধ হবে।

খ্রিস্টান নামে খ্রিস্টের স্বকীয়তা বিদ্যমান। প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের দীক্ষাস্নান নামের মধ্যে মণ্ডলীর যৌক্তিক পরিচয় প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের কাছ পরিচয় দেয়ার বেলায় আলাদা করে, এবং এ নাম বলে দেয় 'তুমি একজন খ্রিস্টান'। সব ধর্মের মানুষ আপন ধর্মের পরিচয়ে যুগ থেকে যুগের অন্তে অবধি আখ্যায়িত যে, 'তিনি ওমুক ধর্মের মানুষ'। এভাবে অন্যকে বিশ্বাস করাতে পারি যে 'আমি খ্রিস্টান' বা ওমুক। নামের সঙ্গে ধর্মের কিছু অর্থপূর্ণ চিহ্ন ব্যবহারের কালচার মনে করি সব সমাজেই রয়েছে, হ্যাঁ, সেটি ঠিক আছে, তবে সর্ব উচুতে খ্রিস্টীয় নাম ব্যক্তির সত্তায় সীলমোহার হয়ে রয়েছে, মুছে ফেলা সম্ভব না। স্মরণে রাখি এ নাম স্থায়ীভাবে ব্যক্তির স্বকীয়তায় সীলমোহরকৃত, তা থেকে যাবে মৃত্যু পর্যন্ত।

একটি শিশুর প্রথম নামই হওয়া চাই সাধু-সাধ্বীর। যারা প্রাপ্তবয়স্কে দীক্ষাস্নাত হয়, তাদের প্রথম নামের সাথে খ্রিস্টীয় নাম রাখা উপাসনিক ও মাণ্ডলিক পরিচিতি। শিশুর পছন্দমত বাংলা নাম রাখা বা জাতিত্বের নাম রাখা দোষের কিছু নেই, তবে তার সাথে সাধু-সাধ্বীর নাম রাখা খ্রিস্টান অভিভাবকের নৈতিক কর্ম। একটু বলি, ইদানিং কিছু বিদেশী নাম রাখা হয়, যে নামের সাথে তেমন পরিচয় নেই, তবে রাখা হয় কেন? জবাব দেয়া হয়, শুনতে বা বলতে বেশ রুচিবোধ হয়। নাম রাখা কোন খেলা নয়, নামের তো তাৎপর্য রয়েছে, ধর্মের পরিচয় রয়েছে, উপরন্ত, ব্যক্তি একজন সামাজিক জীব, তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট রয়েছে। সে নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষ, তাই তার বিচিত্র নাম থাকা সুখকর নয়। যখন শিশু বেড়ে ওঠে, তখন সে বন্ধুদের সামনে অসস্থিতে পড়ে, কারণ তার সহপাঠিদের মধ্যে এই রকম নাম নেই। তাই রুচিসমৃদ্ধ বাংলা নাম ও স্বর্গীয় ব্যক্তিত্বের নাম ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত থাকবে, সেটিই স্বীকৃত। সুতরাং শিশুর সঠিক নাম রাখা বিবেকের জাগ্রত কর্ম, যা সর্বজনগ্রাহ্য। তাহাই সকলের কাম্য।

সমাপ্তি কথা হচ্ছে, ১লা নভেম্বরে সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের উপাসনায় কোন সাধু-সাধ্বীর নাম পৃথকভাবে উচ্চারণ করা হয় না, উপাসনায় "সকল সাধু-সাধ্বী" শব্দ ব্যবহার করা হয়, মানেটা হলো, সকলকেই উপাসনায়/খ্রিস্টযাগে উপস্থিত করা হয়, সম্মান জানানো হয়। এক কথায় দাঁড়ায় যে, সাধু-সাধ্বীদের স্মরণ করছি, সঙ্গে নিজের সাধু বা সাধ্বীর নামও স্মরণ করছি, ভাল লাগছে। আপনি নিজের নামের মধ্যে আপনার সাধু/সাধ্বীকে খুঁজে পাবেন, আপনি সুখের সুগন্ধি পাবেন, সত্যিই বীণাতে আনন্দ সুর বেজে উঠে অন্তরের কোণ কোণে। খ্রিস্টযাগের প্রার্থনায় আপনি সাধু/সাধ্বীর সাথে মিলিত হয়েছেন, তিনি আপনাকে কৃপা দান করছেন। তাই এতো গুরুত্বপূর্ণ মাণ্ডলিক উপায় থাকার পরেও কেন বিদঘুটে নাম রেখে গন্ধ হারাচ্ছেন, বঞ্চনার গন্ধ নিচ্ছেন? তাই মণ্ডলীতে যে ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত হবে, তার নাম সাধু-সাধ্বীদের নাম হবে, যে নামের মধ্যে খ্রিস্ট উপস্থিত॥ ❑

# কবরস্থান তীর্থস্থান

**সাগর কোড়াইয়া**

হলফ করে বলতে পারি নভেম্বর মাস এলেই সবার মধ্যে মৃত্যুভয় আপনা আপনি চলে আসে। যিনি সারা বছর গির্জায় যান না, নভেম্বরের দুই তারিখ এলে তিনিও কবরস্থানে যান। মৃত আত্মীয়-স্বজনকে স্মরণ করেন। ঐ দিন একটু হলেও আপনজনের জন্য মনটা কেঁদে ওঠে। কাথলিক মণ্ডলীতে পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবসটা অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত! আর পুরো নভেম্বর মাসটাই বলতে গেলে কবরস্থান হয়ে ওঠে খ্রিস্টানদের জন্য তীর্থস্থান। ছোটবেলায় কবরস্থানকে ভয়ের জায়গা হিসাবে দেখে অভ্যস্থ ছিলাম। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে ধারণা বদলে গিয়েছে। ছোটবেলায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম মৃত আত্মীয় কেউ আছে কিনা! কবরে মোমবাতি জ্বালানোর জন্য ছোটবেলায় আপন আত্মীয়ের কবর খুঁজে পাওয়া ছিলো দুষ্কর! অগত্যা অন্যের কবরে মোমবাতি জ্বালাতাম। এখন মৃত আপনজনের সংখ্যা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিগত পাঁচ বছরে সাত আপনজনকে হারিয়েছি। করোনা ও ভৌগলিক দূরত্বের কারণে অনেককে দেখতে যেতে পারিনি। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে যাজকীয় অভিষেকের তিনমাস পূর্বে জেঠিমা আর তিনমাস পর ঠাকুরমা মারা যান। করোনা চলাকালীন ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মেজো জ্যাঠা ও ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সেজো জ্যাঠা মৃত্যুবরণ করেন। লকডাউন থাকায় তাঁদেরকে দেখতে যেতে পারিনি। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে এসে পিসাতো ভাই মারা যায়। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে এসে বাবা এবং বাবার নিরামিষ ভাঙ্গার পরদিন পিসা মৃত্যুবরণ করেন। ঠাকুরমা ব্যতিত অন্য কারোরই মৃত্যুর বয়স হয়নি। এই কয়েক বছরের ব্যবধানে সাতজনের মৃত্যু দেখা বড়ই বেদনাবিধুর! এরপরও মেনে নিতে হয়। ইতিমধ্যে সবার দেহাবশেষ কবরে মাটির সাথে মিশে গিয়েছে। তারপরও সময় পেলে কবরে যাই। কবরের দিকে তাকিয়ে থাকি- নিষ্পলক দৃষ্টিতে। তাঁদের স্মৃতিগুলো তাড়িত করে। মন খারাপ হয়ে যায়। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে নোনাজল। পারত পক্ষে স্মৃতিগুলোকে দূরে ঠেলে রাখতে চেষ্টা করি।

একবার একজন হিন্দু লোক গল্পোচ্ছলে বলছিলেন যে, কবরস্থান ভয়ের কোন জায়গা নয়। বরং কবরস্থান হচ্ছে জীবিতদের জন্য তীর্থস্থান। কবরস্থানে কত জ্ঞানীগুণী, সম্মানিত ও পেশার লোক শায়িত আছেন। পৃথিবীতে একেকজনের একেক ধরনের অবদান রয়েছে। তাদের অবদানের কারণেই বিশ্বসভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে। আর তাই কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে প্রত্যেকেরই উচিত একটু দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানানো। টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে প্রবেশের ফটকে লেখা 'দাঁড়াও পথিকবর যথার্থ বাঙালি যদি তুমি হও ক্ষণিক দাঁড়িয়ে যাও এই সমাধিস্থলে'। আগে এভাবে কখনো ভাবিনি। সত্যিই তো আমরা কতবার কবরস্থানের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছি। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য হলেও দাঁড়িয়ে ভাবিনি নিজের কথা। আমি মারা গেলে আমাকেও এই কবরস্থানেই চিরতরে আসতে হবে।

কবরস্থানে প্রবেশ করলেই ভাবগাম্ভির্যতা আপনি চলে আসে। অজান্তেই সবাই নিম্নস্বরে কথা বলে। জোরে কথা বললে বুঝি কবরে শায়িতদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আবার যে যত ক্ষমতাবানই হোন না কেন কবরস্থানে তিনি নিঃস্ব ও ক্ষমতাহীন। মৃত্যুভয় তার মধ্যেও কাজ করে। কবরস্থানে শায়িত ব্যক্তির সাথে অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। কান্না তখন বুকের কাছে এসে জড়ো হয়ে থাকে। মনে হয় চিৎকার করে যদি কেঁদে ওঠা যেতো। মৃত্যু বিষয়ে একেকজনের মধ্যে একেক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেক ধর্মপল্লীতে কবর খোঁড়ার জন্য নির্দিষ্ট আগ্রহী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। নিঃস্বার্থ ও শর্তে তাঁরা কবর খুঁড়ে থাকেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে আগ্রহের সাথে বলেন, কবর খুঁড়তে ভালো লাগে। মনে করি একটা ভালো কাজে অংশ নিতে পারছি। মৃতব্যক্তির প্রতি সম্মান জানাই। বিশ্বাস করি মৃতব্যক্তি আমাকে আশীর্বাদ করবেন।

ইদানিং বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীর কবরস্থানগুলো সংস্কার করে শোভাবর্ধন করা হচ্ছে। এক সময় কবরস্থানে জঙ্গল ও ময়লার আধিক্য ছিলো বেশি। ফলে অনেকেই কবরস্থানে যেতে ভয় পেতো। তবে এখন অনেক কবরস্থান রয়েছে যেগুলোতে রাতের বেলা বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে। কবরের গায়ে স্থাপিত সারি সারি ক্রুশগুলো অন্যরকম এক পবিত্রতা ও সৌন্দর্যময়তা এনে দিয়েছে। যে কেউ চাইলেই নির্ভয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কবরস্থানে কাঁটিয়ে দিতে পারে। আবার অনেক কবরস্থান আছে যেগুলো শুধুমাত্র বছরে নভেম্বর মাসেই পরিষ্কার করা হয়। আর বছরের অন্য সময় অবহেলা ও অযত্নে পড়ে থাকে। তবে মিশন কর্তৃপক্ষ চাইলে জনগণের সহায়তায় বছরে শুধু একবার নয় বরং একাধিকবার পরিষ্কারের ব্যবস্থা করতে পারেন। জনগণের মধ্যে এই বোধ জাগিয়ে তোলা দরকার যে, কবরস্থান হচ্ছে তীর্থস্থান। কবরস্থানে আমাদের আপনজনেরাই শায়িত। এক সময় আমাদেরও এই কবরস্থানেই তাঁদের সাথে সঙ্গী হতে হবে।

জীবনের চিরসত্যের নাম মৃত্যু। চাইলেও মরতে হবে, না চাইলেও যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু আসবে। মানব জীবনের সব কিছুও যদি মিথ্যা হয় তবে সব মিথ্যার মধ্যে চিরন্তন সত্য বলে যদি কিছু থাকে তা হলো মৃত্যু। ধর্মীয় বিশ্বাস আলাদা হতে পারে তবে মৃত্যু সবার কাছে একই প্রকৃতির। মৃত্যু কী? মরে যাওয়া মানে কি শেষ হয়ে যাওয়া নাকি নতুন সূচনা? মারা যাওয়া অর্থ কি হারিয়ে যাওয়া নাকি বেঁচে যাওয়া? মরতে যখন হবেই তাহলে জন্ম কেন হলো? মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনে কেনইবা আমাদের যেতে হবে? যিশুখ্রিস্ট কিন্তু এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন, 'আমি সত্য, পথ ও জীবন! আমাকে পথ করে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না' *(যোহন ১৪: ৬)*।

কাথলিক মণ্ডলী পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনদের স্মরণার্থে একটি দিন নির্ধারণ করে দিলেও কবরস্থান শুধু একটি দিনের জন্য নয়। বরং কবরস্থান প্রত্যেক খ্রিস্টানের জন্য প্রতিদিনই তীর্থস্থান হওয়া উচিত। তীর্থস্থানে গিয়ে আমরা যেমন পুণ্য অর্জন করি তদ্রূপ কবরস্থানে মৃত আত্মীয়-স্বজনের সান্নিধ্যে মুহূর্ত সময় থেকে পুণ্যতা ও পূর্ণতা পাই। মৃত আত্মীয়পরিজন কারা স্বর্গে আছেন আমরা জানি না; তবে যারা মধ্যস্থানে অবস্থান করছেন তাঁদের জন্য আমাদের প্রার্থনা একান্ত প্রয়োজন। অনবরত উঁনারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। কখন আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের পানে ধাপিত হয়। আমাদের প্রার্থনার মধ্যদিয়ে পাপের ক্ষমা লাভ করে তাঁরা স্বর্গে যাবেন। তাই আমাদের নৈতিক কর্তব্য- অল্প সময়ের জন্য হলেও কবরস্থানে গিয়ে প্রার্থনা করা। কারণ কবরস্থানই হচ্ছে আমাদের চিরকালীন অমোঘ তীর্থস্থান॥ ❑

# কবর আমাদের শেষ ঠিকানা

## ফাদার স্ট্যানলী গমেজ (আদি)

কবর - নভেম্বর মাসের ২ তারিখে সব কাথলিকদের জন্যই ধর্মীয় পরিবেশে পরিদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ এক পবিত্র স্থান। কবরে শায়িত আছেন আমাদের অনেক প্রিয়জন। তাদের আত্মার চির কল্যাণে প্রার্থনা করতে, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, তাদের স্মরণ করতে আমরা কবরস্থানে যাই, মোমবাতি জ্বালাই, কবর ফুল দিয়ে সাজাই। মানুষের ইহকালের শেষ গন্তব্য স্থানে এসে আমরা পরকালের কথা চিন্তা করি, কিছুটা হলেও তার জন্য প্রস্তুতি নিতে পরিকল্পনা করি। তাই কবর আমাদের কাছে বহু কিছু - এই নিয়েই আমার ব্যক্তিগত কিছু অনুধ্যান।

কবর, সব মানুষেরই এই পৃথিবীতে শেষ ও স্থায়ী ঠিকানা। এটা মেনে নিতে কষ্ট হলেও, এটাই সত্য। বিগত ৬ মাসে বহুজনকে করব দিলাম, এমনকি নিজের বাবাকেও জুনের ৩ তারিখে, মে মাসের ২৯ তারিখে তার মৃত্যুর পরে। তাই মনটা বিষন্নতায় ছেয়ে থাকে প্রায়শই। প্রতিদিনকার নিয়মিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে ব্যস্ত রাখি নিজেকে সেই বিষন্নতা থেকে দূরে থাকার জন্য। প্রিয়জন, কাছের মানুষ ও পরিচিতদের কবরে শুইয়ে রেখে এসে এ'রকম মনের অবস্থা হয়ত সবারই হয় - কেউ প্রকাশ করে, কেউ করে না, আবার কেউ কেউ চাঁপা স্বভাবের বলে নীরবে কষ্ট করে যায় সবার অগোচরে। ভুক্তভোগী, অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ হলো মনের এই অবস্থা কোন পরিচিত ও আস্থাবান কাছের মানুষের সাথে সহভাগিতা করা যাতে মনটা কিছুটা হাল্কা হয় এবং কিছু কর্ম-কাণ্ডে নিজেকে জড়িত রাখা, শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম করা, চিত্তবিনোদনে কিছু সময় কাটানো, আধ্যাত্মিক অনুশীলনে প্রতিদিন কিছু সময় রাখা ধ্যান, প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, নামাজ, রোজা, পূজা, আরাধনার জন্য। অন্যান্য দৈনিক কর্ম-কাণ্ডের পাশাপাশি চিত্ত বিনোদনের কিছুটা সময় আমি কাটাই একজন নাটক-প্রেমী মানুষ হিসেবে বাংলা নাটক দেখে, ঢাকা ও কোলকাতা দু'জায়গারই। মনের গভীরে থাকা বিষন্নতার কারণেই হয়তোবা সেরকম বিষয় বস্তুর উপর ভিত্তি করে তৈরী করা নাটকগুলোই ইদানীং চোখে পড়ে বেশি, দেখার জন্যও মন টানে, ইচ্ছাও যেন কেমন তীব্র হয়। এ'রকমই একটা নাটক আমার মনে যেমন সাড়া জাগিয়েছে, জীবন ভিত্তিক গল্প ও অভিনয়ের উচ্চ মানে মুগ্ধ হয়েছি, তেমনি আবার মনে সান্ত্বনাও জাগিয়েছে প্রচুর। নাটকটা হলো, "কবর।"

কবর নাটকটা একটা সত্য কাহিনীর উপর আশ্রয় করে কাল্পনিক পটভূমিতে রচনা করেছেন যোবায়েদ আহসান, তাকে সহযোগীতা করেছেন আলি সিদ্দিক অভি, পরিচালনা করেছেন রাফাত মজুমদার রিংকু, অভিনয় করেছেন ফারহান আহমেদ জোভান, দ্বৈত চরিত্রে তাসনিয়া ফারিন, সমাপ্তি মাসুক, এক মায়ের চরিত্রে আমার প্রিয় অভিনেত্রী মিলি বাসার ও অন্য মায়ের চরিত্রে টুনটুনি সোবাহান, হিমি হাফিজ, হারুণ রসিদ বান্টি, আনোয়ার শাহী, শাফিজ মামুন, মার্জিয়া আক্তার এবং মিতু। গল্পটা সাজানো হয়েছে দুই সামাজিক প্রান্তের দুটি অনাগত শিশুর আত্মীয়দের ঘিরে। দুইজন স্বামী ব্যক্তিগতভাবে তাদের স্ত্রীদের খুবই ভালোবাসে, প্রথমবার বাবা হওয়ার প্রতীক্ষায় নানাভাবে উদ্বিগ্ন, তেমনি আবার আনন্দে আত্মহারা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদে, তবে কর্মক্ষেত্রে দু'জনই কিছুটা অসৎ পথের পথিক যা তারা অন্যদের কাছ থেকে গোপন রাখে। সন্তান-সম্ভবা দুই স্ত্রী তাদের পারিবারিক দায়িত্ব নিয়ে দিন অতিবাহিত করে তাদের স্বামীদের ও শাশুড়ীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং নিজেদের যথাসাধ্য শারিরীক যত্ন নিয়ে। এই দ্বৈত চরিত্রে তাসনিয়া ফারিন চমৎকার অভিনয় করেছেন, বিশেষ করে দরিদ্র স্ত্রীর চরিত্রে। নবজাত শিশুদের মৃত্যুতে নতুন দুই মায়ের বিলাপ দেখে সব দর্শকের চোখই অশ্রু সজল হবে। দুই মা/শাশুড়ী তাদের গর্ভবতী ছেলেবৌদের দেখাশুনা করেন তাদের নিজস্ব সামাজিক শ্রেণীভেদে একজন আধুনিকা ও অন্যজন কুসংস্কারপূর্ণা হিসেবে। সমাপ্তি মাসুক সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কারখানার স্বত্বাধিকারী হিসেবে কর্মচারীদের প্রতি মালিক সুলভ ব্যবহার, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, প্রথমবার বাবা হওয়ার উৎচ্ছাস এবং খুবই চাওয়ার নবজাত রাজকন্যা মেয়েকে হারিয়ে শোকার্ত পিতার কান্না ও গাম্ভীর্যে। ফারহান আহমেদ জোভান অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে মিশে গেছেন তার চরিত্র ড্রাইভার ও দুই নম্বরি কাজে, আবার স্ত্রীর প্রতি মমতা দেখাতে মিষ্টি ও বিড়িয়ানী চুরি করাতে এবং ক্ল্যাসিক বা স্মরণীয় হয়ে থাকবে তার সন্তান হারানোর আর্তনাদ, মৃত শিশুর জন্য কবর কিনতে গিয়ে দুই নম্বরী কাজে উপার্জন করা হারাম টাকা ব্যয় না করার সংলাপ, অনেক চাওয়ার ও গরীবের স্বপ্নের ধন তার নবজাত-মৃত ছেলেকে কবরে শোয়ানোর সময়ে হৃদয় বিদারক কান্না এবং কবর দেয়ার সময় সেই শিশুর জ্ঞান ফিরে আসায় তার কান্না শুনে নিজের কান্নাজরিত কণ্ঠে পরম করুণাময় স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো ও সেই জীবিত শিশু হুমায়ুনকে "আব্বা" বলে ডেকে বুকের সাথে নিবিড় করে জড়িয়ে রাখার দৃশ্যটি প্রতিটি বাবা/মায়ের ও অন্যান্য দর্শকের হৃদয়ের অনেক গভীরে গিয়ে পৌঁছবে। তারপরে সেই শূন্য কবরে কারখানা মালিকের মেয়েকে দাফন করার সময় মনে জাগে এই চিরন্তন সত্য - "দয়াময় স্রষ্টার লীলা বোঝা বড় দায়, কার কবরে কে শোয়।" একই সময়ে দরিদ্র বাবা শিশুকে তুলে দেয় তার মায়ের কোলে। আমার জানা নেই, পরিচালক রাফাত মজুমদার রিংকু শেষ দৃশ্যের কি রকম নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং এর মহড়া কতবার হয়েছিল, কিন্তু নবজাত শিশু, যে মৃত শিশু (still born) হিসেবে জন্মেছিল, তাকে কোলে নিয়ে জোভান ও তাসনিয়ার মুখের, চোখের ও শারীরিক অভিব্যক্তি ওদের দু'জনের অভিনয় শৈলী যে কত গভীর তা প্রমাণ করেছে। এর সাথে সাথে আপেল মাহমুদ এমিল-এর সংগীত পরিচালনায়, তারিক তুহিন-এর কথা ও সুরে এবং শিল্পী পিন্টু ঘোষের কণ্ঠে "মুর্দা বাঁচে, জিন্দায় মরে তোমার ইশারায়" গানটা হৃদয়ে এনে দেবে অনেক প্রশান্তি ও সান্ত্বনা, স্মরণে আসবে সেই মহান উক্তি, "হে মানব, তুমি ধূলি মাত্র আবার ধূলিতেই মিশে যাবে কিন্তু অন্তিম কালে প্রভু তোমাকে আবার পুণর্জীবিত করবেন।" (কাথলিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া রীতি) অথবা যিশু খ্রিস্টের সেই অমর বাণী, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে।" (*যোহন ১১:২৫*)

এখানে উল্লেখ্য যে, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী "কবর" নামে একটি নাটক লিখেছিলেন ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত ভাষা সৈনিকদের পাকিস্তান সরকার গোপনে কবর দিতে চেয়েছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই প্রতিবাদী নাটকের কাহিনী। আরণ্যক নাট্যদল তাদের যাত্রা শুরু করেছিলেন "কবর" নাটকটি মঞ্চায়নের মধ্যদিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। তবে এই নাটক লেখা ও কারাগারের ভেতরে ও বাইরে এর মঞ্চায়ন সবই ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সেটা ইতিহাসে বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই আমাদের এর তাৎপর্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বর্ণনা করতে পারবেন।

কবর আমাদের কাছে অপরিচিত কিছু না। আমরা সবাই বাবা বা মা, অথবা অন্য কোন আত্মীয় পরিজন, কাউকে না কাউকে মৃত্যুর কাছে হারিয়েছি এবং তাদের মরদেহকে কবরে শুইয়ে রেখে এসেছি। তাদের আর না দেখতে পাওয়া, না ফেরার দেশে চলে যাওয়া এখনো আমাদের পীড়া দেয়, হৃদয় ভারাক্রান্ত করে। মৃত্যুদিবসে, ২ নভেম্বর কিংবা অন্য কোন দিনে তাদের কবরে যাই, প্রার্থনা করি, মোমবাতি জ্বালাই, ফুল রেখে আসি, কারণ তাদের এখনো ভালোবাসি।

"কবর" কবিতার মাধ্যমে বাঙালির গর্ব, সর্বজন শ্রদ্ধেয় পল্লীকবি জসিমউদ্দীন আমাদের শিখিয়েছেন সম্পর্কের গুরুত্ব, ভালোবাসার মাহাত্ম্য এবং কবরের মর্যাদা। প্রিয়জনের কবর পরিদর্শন করতে গিয়ে কবিতার দাদা-নাতীর মত আমরা সবাই সেখানে চির নিদ্রায় শায়িতদের ও নিজেদের ইতিহাসকে নতুন করে স্মরণে আনি। তাদের সুখের কিংবা দুঃখের, সাফল্যের অথবা ব্যর্থতার কথা ভেবে আনন্দের

বা বেদনার অশ্রু বর্ষণ করি। পল্লীকবির এই শিক্ষা অতুলনীয়।

কবর কোন ভয়ের জায়গা না, বরং শান্তির জায়গা, দুঃখ পাওয়ার স্থান বটে, তবে সবারই অন্তিম গন্তব্য স্থান। সন্ধ্যা কিংবা অমাবশ্যার রাতে কবরস্থানকে ভয় লাগতে পারে, তবে সে ভয় আসে "ঠাকুরমার ঝুলি"-র কিছু ভূত-পেত্নীর গল্প ছোটবেলায় পড়া থেকে। অনেকে শেষ গন্তব্যের স্থান আগেই নির্ধারণ করে রাখেন, এমনকি খরচ-পাতিও পরিশোধ করে রাখেন, যাতে পরিবারে সিদ্ধান্ত নিতে কোন রকম উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা না হয়। তবে এটা ঠিক যে কার কখন, কোথায় মৃত্যু হবে ও কোথায় কবর বা দাফন হবে কেউই জানে না। এমনকি কিভাবে যে কবরের ব্যবস্থা হবে, কার জন্যে প্রস্তুত করে রাখা কবরে কে শায়িত হবে, সবই পরম দয়াময় স্রষ্টার উপরই নির্ভর করে।

কবর আমাদের নিজেকে চিনতে শেখায়, জীবনের আসল সত্যগুলো শেখায়। কবরে কিছুই সাথে নিয়ে যাওয়া যায় না, বাড়ী, গাড়ী, সম্পদ কিছুই না - শুধু মাত্র মাটির দেহটি, আর কিছু না। বহু বছর আগে ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় হলি ক্রসে বালিকা বিদ্যালয়ের পেছনে হলি রোজারী গির্জায় ও মাদার তেরেজার নির্মল হৃদয় আশ্রমে স্বেচ্ছাসেবী ছিলাম কয়েক মাস। তখনকার পালক পুরোহিত ফাদার পিটার বি রোজারিও একদিন বললেন একটা শিশু মারা গেছে এবং তার বাবা-মা খুবই গরীব, তাই অন্য কোন কবরস্থানে কবর কেনা তাদের সামর্থের বাইরে, এ'জন্য আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদেরই বিনা পয়সায় কবরের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমরা দু'জন স্বেচ্ছাসেবী কবর খোড়ায় লেগে গেলাম। ভর দুপুরে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে তা আবার কবরের পাশেই স্তুপ করতে লাগলাম। আশ্চর্য ব্যাপার গরমে শরীর ঘামছিল বটে, কিন্তু ক্লান্তি লাগছিল না। বেশ কিছু খোড়া হয়ে গেলে, কবরে নেমে মাটি কেটে ঝুড়িতে ভরে তা উঁচু করে আমার বন্ধুর হাতে দিলে, ও সেটা মাটির স্তুপে রেখে খালি ঝুড়ি আবার আমার কাছে দিত। এর মাঝে কবরে একটু বসে ঝুড়ির অপেক্ষা করতে গিয়ে একটু আশপাশে চোখ বুলালাম - আমার ডানে, বায়ে, সামনে, পেছনে ও নীচে খয়েরী-লালচে রং-এর মাটির দেয়াল, আমাদের দু'জনের দ্বারা সদ্য কাটা। কোন আড়ম্বর নেই, কোন রকম সাজ-সজ্জা নেই, দেয়ালে প্রিয়জনের বা অন্য কোন ছবি নেই, শুধু এখানে সেখানে কোন গাছের শিকড়-বাকর কিছু বেড়িয়ে আছে। এটাই তাহলে আমাদের শেষ ঘর!! যে ভাবে আমরা পৃথিবীতে এসেছিলাম শূন্য হস্তে, সেভাবেই আবার ফিরে যাব খালি হাতে। জন্মের সময় আমরা কাঁদি, অন্যেরা স্বস্তিতে ও আনন্দে হাসে, এমনকি মা-ও তার প্রসব বেদনা ভুলে গিয়ে হাসে। মৃত্যুর পরে কবরে নামালে আমরা হাসব আর কবর দিতে আসা অন্যরা কি কাঁদবে? উপরে তাকালাম, শুধু এক চিলতে আকাশ দেখা যায়, দু'পাশের মাটির দেয়াল ছাড়িয়ে অনেক উপরে। কি সুন্দর নীল আকাশ! দু'একটা সাদা রং এর মেঘ ভেসে যাচ্ছে যেন মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন তাড়া নেই, সময়ের কোন পরিমাপ নেই। মাটি, মেঘ আর আকাশ, এদের রং-এর মাঝে আমার কাছে আকাশের রংকেই সুন্দর লাগছে, প্রিয় মনে হচ্ছে। নীল রং-এর আরো কত কিছু যে আমার প্রিয় তা মনে পড়ছে - নীল পেন্সিল যা দিয়ে ছবি আঁকি, ফাউন্টেন পেনের নীল কালি যা দিয়ে সব কিছুই লিখি কলেজের পরীক্ষা থেকে শুরু করে পত্রিকায় ছাপানোর অযোগ্য কবিতা পর্যন্ত। সমুদ্রের নীল জল দেখার ভীষণ ইচ্ছা। আরো একটা পছন্দ আছে, সেটা হলো নীল শাড়ী। প্রিয় কাউকে নীল শাড়ীতে দেখলে আমার মনটা ভীষণ ভাল হয়ে যায়। কবর আমাদের কত কিছু শেখায়, এমনকি প্রিয় রং পর্যন্ত। তবে যখন আমাকে কবরে নামানো হবে, তখন হয়ত আমার চোখ এ'সব কিছু দেখবে না, চক্ষু হাসপাতালের মাধ্যমে হয়ত অন্য একজনের জীবন দেখবে, যার চোখের প্রয়োজন ছিল। সেই দিন আসার আগ পর্যন্ত নীল আকাশকে ভালোবাসব।

"কবর" নাটকটির শেষ অংশটা দেখতে দেখতে যার জন্য কবর খুঁড়েছিলাম, সেই শিশুটির কথা মনে হচ্ছিল বারবার। দাফনের সাদা কাপড়ে জড়ানো ছিল ছোট্ট শরীরটা, মুখটাও দেখতে পাইনি, ছেলে না মেয়ে তাও জানা হয়নি। ওর বাপ-মায়ের মত আমিও যেন স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। কখনো কখনো কবর আমাদের মূক করে রাখে, নীরবতায় বিদায় জানাতে। ছোট্টমণি তুমি শান্তিতে ঘুমাও, তোমার জন্য প্রার্থনা করি। আমার বাবা-মাও মূক ছিলেন আমার ৯ মাসের ভাই কলিন্সকে কবরে রেখে এসে, সেটাও তেজগাঁও গির্জার সেই একই কবরস্থানে। শিশু সন্তানকে হারানোর বেদনা তারা নীরবে বয়ে গেছেন সারাটা জীবন, কিন্তু সেই বেদনাকে আমাদের স্পর্শ করতে দেননি কখনো। কবর একটা গ্রন্থাগারের মতই নীরবে জ্ঞানদান করে যায়, আমাদের উচিত চুপ থেকে, নীরবতা পালন করে সে জ্ঞানকে মাথা পেতে, বিনয়ের সাথে গ্রহণ করা।

কবর সবার ভাগ্যে জোটে না। যুদ্ধ, মহামারি, বোমা বিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিতে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়ে গণকবরে সমাহিত হন কিংবা তাদের মৃত দেহের কোন কিছুই অবশিষ্ট পাওয়া যায় না কবর দেবার মত। সাইক্লোন, টাইফুনে বহু মানুষ ভেসে যায় সাগরে। অনেক মরদেহ আর পাওয়া যায় না, সামুদ্রিক প্রাণীর খাদ্য হয়ে কিংবা জলেই প্রকৃতির সাথে মিশে যায়। ভূমিকম্পের ধংসযজ্ঞের স্তুপ থেকে অনেককেই উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। প্রতিদিনই অনেক শিশু মায়ের গর্ভ থেকেই চির বিদায় নেয়, Miscarriage-এ কত শিশু দিনের আলো দেখতে পায় না, গর্ভবতী মায়ের কোন স্বাস্থ্যগত কারণে কিংবা অপ্রত্যাশিত কোন পরিস্থিতির জন্য তারা মাতৃ গর্ভে পূর্ণভাবে গঠিত হওয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়। বেশ কিছু প্রিয়জনদের এরকম দুঃখের সময়ে তাদের সাথে সহভাগী হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। মাতো অবশ্যই, বাবাও অনাগত সন্তানকে হারিয়ে বিষাদ ও হতাশার অন্ধকারে পড়ে যায়। অনেক পরিবারে শাশুড়ী কিংবা অন্যান্যরা গর্ভের শিশুহারানো মাকে অনেক দোষারোপ করে, হেয় প্রতিপন্ন করে, খোঁটা দিয়ে বলে সন্তান-সম্ভবা অবস্থায় সে সাবধানে থাকেনি, নিজের যত্ন নেয়নি। এটা করা একেবারেই অনুচিত ও অনৈতিক। এই সময় দরকার মা, বাবা এমনকি পুরো পরিবারের জন্যই ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার, ইতিবাচক কথাবার্তা, শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা ও সহায়তা। অভিজ্ঞ মা ও বাবাদের উচিত তাঁদের miscarriage-এর মাধ্যমে সন্তান হারানোর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ও এর মধ্য থেকে আরোগ্য হওয়ার পথ ও পন্থা সম্প্রতি ভুক্তভুগীদের সাথে সহভাগিতা করে তাদের সাহায্য করা। এটা অনেক বড় একটা আত্মিক দয়ার কাজ। আবার অন্যদিকে প্রতিদিন অনেক শিশু ভ্রূণ অবস্থাতেই তাদের মা-বাবার জীবনের জটিল কোন পরিস্থিতিতে মা কিংবা মা-বাবার অথবা পারিবারিক সিদ্ধান্তে গর্ভপাতের মত মহাপাপের মাধ্যমে জন্ম নেয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আইনগতভাবে স্বীকৃত হলেও নৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে গর্ভপাত অনুচিত। তাই জটিল অবস্থায় নিমজ্জিত ভাবী মাকে ও বাবাকে গর্ভপাতের আগেই বয়োজ্যেষ্ঠদের সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া গুরু দায়িত্ব। এই পরিস্থিতেও কোনো দোষারোপের মধ্যে না গিয়ে তাদের কাছে আরোগ্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে সবার। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এই শিশুরা জন্মাতে যেমন পারে না, আবার এরা কবরও পায় না, তাদের মা-বাবা, প্রিয় জনেরা বিদায়ও জানাতে পারে না।

কবর যেমন শোক দেয়, কবরে শায়িত প্রিয়জনের সাথে ফিসফিস করে কথা বলার সুযোগ দেয়, তেমনি আবার পরিদর্শনকারীকেও যেন অনেক কিছু বলে। বিজ্ঞ ব্যক্তির মতই বলে নিজের যত্ন নিতে কারণ শোক, বিষাদ মানুষকে ভীষণ ক্লান্ত করে তোলে। শোক যেন শরীরে একটা খোলা ক্ষত, একে পরিষ্কার রাখতে হয়, প্রতিদিন ব্যান্ডেজ পরিবর্তন করতে হয়, তবেই না তা শুকিয়ে আরোগ্যের দিকে যাবে। এ'সময়ে কয়েকটি করণীয় বিষয় হলো:

**অশ্রু** - প্রিয়জনকে হারিয়ে যে অশ্রুপাত হয়, তা পবিত্র, কারণ তা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। সেটা দুর্বলতার প্রকাশ নয় বরং ভালোবাসার শক্তির প্রকাশ। হাজারো শব্দের চাইতে এক ফোটা অশ্রু সব কিছু বলে দেয়। তাই কান্নায়, অশ্রু বর্ষণে বাঁধা নেই, লজ্জা নেই, গোপনীয়তা নেই।

**বিশ্রাম** - শোকের সামাল দিতে কবর দেয়ার আনুষ্ঠানিকতা হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন যত পারা যায় বিশ্রাম নেয়া অপরিহার্য, নতুবা শরীর বিধ্বস্থ হয়ে পড়তে পারে। শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম হারানো প্রিয়জনকে হৃদয়ের আরো কাছে টেনে আনে।

**সুসম আহার** - শোক ও বিষাদ শরীরের

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তাই খাদ্য তালিকায় সব কিছুই ভারসাম্য ভাবে যোগ করতে হবে।

**ব্যয়াম** - শোক ও বিষাদ মানসিক চাপ বা উদ্বেগ সৃষ্টি করে, যা মন ও শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এ'জন্য প্রতিদিন কিছু হাঁটা, ব্যায়াম করা, সম্ভব হলে কিছু খেলাধূলা করা, পার্কে ঘোরা, নদী বা সমুদ্র দেখতে যাওয়া ইত্যাদি দৈহিক কর্ম-কাণ্ডগুলো মন-শরীর উভয়কেই সুস্থ রাখে।

**সহভাগিতা** - প্রিয়জনকে হারিয়ে মনের, হৃদয়ের দুঃখ, কষ্ট, শোক, ক্রোধ, পরিতাপ, অনুতাপ, আফসোস, আক্ষেপ ইত্যাদি পরিবারের মানুষ, বন্ধু, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, সমাজ কর্মী, মানসিক সেবাদানকারী প্রমুখদের মাঝে আস্থাবান মনে হয় এমন দু'একজনের সাথে সহভাগিতা করা উচিত। মনের বিভিন্ন অনুভূতিগুলো বিয়োগ-ব্যথারই অংশ, সেগুলো সহভাগিতা করলে শোকের বোঝা বহন করতে সুবিধা হয়, মন হাল্কা হয়।

ধৈর্য্য - শোক, বিষাদ থেকে আরোগ্য একটা পথযাত্রা যা সময়ের কলে ধীরে ধীরে চলে। তাই নিজের প্রতি ও অন্যান্যদের প্রতি ধৈর্য রাখতে হবে। মাঝে মধ্যে একটু ছুটি নিয়ে আনন্দময় কিছু করতে হবে, আবার অল্প অল্প করে হাসতে হবে। হারানো প্রিয়জনের কিছু জিনিষ (কলম, হাত ঘড়ি, রুমাল, চুড়ি ইত্যাদি) সাথে রাখলে তাকে কাছে মনে হবে, মনটা ভাল হতে থাকবে।

ডায়েরী - একটা খাতায় প্রিয়জনের সাথে স্মৃতির কিছু মুহূর্ত লিখলে, তার ফটো, তার সম্বন্ধে লেখার পৃষ্ঠা ইত্যাদি সেই ডায়েরীতে সাটিয়ে রাখলে এটা ঔষধের মত কাজ করে।

ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড - প্রিয়জনকে হারিয়ে সবাই দুঃখ, ব্যথা পায়। তাই নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করলে হৃদয়ে মনে শান্তি আসে, ঈশ্বরের কাছে, ত্রাণকর্তা যিশুর কাছে বিশ্বাসপূর্বক কিছু চাওয়ার ফল পাওয়া যায়। দুঃখীদের সান্ত্বনাদায়িনী মা মারীয়া তার শোকার্ত সন্তানদের তার হৃদয়ের মাঝেই রাখেন।

"কবর" নাটকটা আমাকে স্মৃতির আকা বাঁকা বিভিন্ন পথ দিয়ে হাঁটতে সুযোগ করে দিয়েছে, বিশেষ করে কবরে রেখে আসা প্রিয় ও পরিচিতজনদের সাথে বহু ঘটনার। হয়ত আপনাদেরও দেবে। যদি ইদানীং কোন প্রিয়জনকে কবর দিয়ে থাকেন কিংবা মনে পড়ছে যারা না ফেরার দেশে চলে গেছে তাদের, তাহলে দেখে নিতে পারেন নাটকটা YouTube-এ। আমি এই সুন্দর নাটকের কোন বিজ্ঞাপন দিচ্ছি না, শুধু মাত্র একটা উপমা কাহিনী বা উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করছি এই প্রবন্ধের বিষয় বস্তু সম্পর্কে একজন সাধারণ নাটক-পাগল মানুষ হিসেবে। ইংরেজ সাহিত্যিক, নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলেছিলেন, "সমগ্র পৃথিবীটা একটা মঞ্চ, এতে সকল পুরুষ ও নারীই বিভিন্ন চরিত্র মাত্র।" প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ভূপেন হাজারিকা তার এক গানে জীবনে ও সমাজে অন্যায্যতা ও বৈষম্যের বিষয়ে বলতে গিয়ে বিধাতাকে "জীবন নাটকের নাট্যকার" বলে অভিহিত করেছিলেন। নাটক যদি জীবন ভিত্তিক হয় এবং ক্যামেরার সামনে, পেছনে ও নেপথ্যের কলাকুশলীরা যদি তাদের মেধা, গুণাগুণ, অভিনয় শৈলী পুরোপুরি ঢেলে দেন, তাহলে আমরা তা দেখে শিক্ষা লাভ করি, অনুপ্রাণিত হই এবং সান্ত্বনা-শক্তি পাই জীবন সংগ্রামে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাবার। আমরা বাংলা নাটক নিয়ে গর্বভরে বলতে পারি যে বহু নাটক আমাদের উৎসাহিত করেছে এবং করে যাচ্ছে সেগুলোর মান অনেক উঁচুতে রেখে। নির্মল চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি যে সকল লেখক, নির্মাতা, নাটক-কর্মী ও নাট্যশিল্পীবৃন্দ আমাদের শিল্প-সমৃদ্ধ, চমৎকার, উদ্দীপনাময়, অনুকরণীয় কাজ উপহার দিচ্ছেন, তাদের প্রতি আমরা নাট্যপ্রেমী দর্শকরা কৃতজ্ঞতাসহ বাহবা জানাই।

কবর জীবনের শেষ অধ্যায়ের ইতি টানতে আমাদের সহায়তা করে। সেটা বোঝাবার জন্য কিছুটা ঈঙ্গিত দিয়ে কবরের স্থায়ী বাসিন্দা ইতালীর রোম নগরীর ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসীদের 'কংকালের কবর' অনুকরণে আমাদের বলে, "তুমি এখন যেখানে আছ সেখানে আমিও একদিন ছিলাম, আমি এখন যেখানে আছি সেখানে তুমিও একদিন থাকবে।" কবরে শায়িত সকলে স্বর্গের অনন্ত শান্তি লাভ করুন এবং পরম করুণাময় ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকুন, আমেন॥ ❑


"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

**নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 01/21)

সূত্রঃ এনসিসিসিইউএল ২০২৩/১০/১৪৯৫ তারিখঃ ২২/১০/২০২৩খ্রীঃ

**৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি**

(১ জুলাই, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখঃ ২৪/১১/২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ, রোজঃ শুক্রবার, সময়ঃ দুপুর-০২:৩০ ঘটিকা

স্থানঃ সেন্ট নিকোলাস স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণ, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

এতদ্বারা নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৪/১১/২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, দুপুর-০২:৩০ ঘটিকায়, স্থান: সেন্ট নিকোলাস স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে সমিতির ৬১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম দুপুর ১২:০০ ঘটিকা হতে ০২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত চলবে, **দুপুর ০২:০০ ঘটিকার পর রেজিষ্ট্রেশন, লটারী এবং কোরাম পূর্তি উপহার প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে।** সকল নিয়মিত সদস্য/সদস্যাদেরকে নিজ নিজ পাশবহি/সমিতির আইডি কার্ড ও বিজ্ঞপ্তি সঙ্গে নিয়ে উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

**ধন্যবাদান্তে,**

**ফিলিপ গমেজ**
**চেয়ারম্যান**
এনসিসিসিইউএল।

**টুটুল পিটার রড্রিক্স**
**সেক্রেটারী**
এনসিসিসিইউএল।

**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ**

ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১, (২০০২ সনে ও ২০১৩ সনে সংশোধিত) এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য-সদস্যা সমিতিতে শেয়ার খেলাপী/ ঋণ খেলাপী / অন্যান্য খেলাপী/বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এবং সদস্যপদ স্থগিত থাকলে উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে যারা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন তাদের প্রত্যেককে কোরাম পূর্তি উপহার প্রদান করা হবে।

গ) সদস্য-সদস্যা সমিতিতে শেয়ার খেলাপী / ঋণ খেলাপী / অন্যান্য খেলাপী/বকেয়া থাকলে **(রেজিষ্ট্রেশন, লটারী এবং কোরাম পূর্তি উপহার পাবেন না)।**

বিজ্ঞ/৩৩৫/২৩

# মৃত্যু তুমি চিরস্থায়ী, তোমায় বড় ভালোবাসি

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

**অবতরণিকা:** মৃত্যু অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার, মৃত্যু ক্ষণস্থায়ী, রক্তমাংসের দেহের রূপান্তর মাত্র, মৃত্যু স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে সেতুবন্ধন স্বরূপ। ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় তাঁর "আরোগ্য নিকেতন" উপন্যাসে লিখেছেন, "অকাল মৃত্যুর চেয়ে মর্মান্তিক কিছু নাই। একে রোধ করাই এ সংসারে সবচেয়ে বড় কল্যাণ, সবচেয়ে সুখের। মৃত্যু এখানে মৃত্যু, বৃদ্ধ বয়সে সে অমৃত"। কিন্তু তারপরও বেঁচে থাকা মানুষের অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষ বরাবরই জীবনকে ভালোবাসে, মৃত্যুকে নয়। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর এ ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলেছেন, "ভীতুরা মরার আগে হাজারবার মরে আর সাহসীরা একবারই মরে"।

**মৃত্যু এক অভ্রান্ত সত্য:** মৃত্যু এক অভ্রান্ত এবং চিরস্থায়ী সত্য এটা মানতে মানুষের অনেক কষ্ট হয়। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে। মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্য এ জগতে আর কিছু নাই। "জীবন নিয়ে গর্ব মানুষের চিরকালের অথচ মৃত্যু কত সহজ কি নিঃশব্দে এসে চলে যায়" (সমরেশ মজুমদার)। একদিন মানুষ মৃত্যুকে এ জগতে ডেকে এনেছিল বলেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে অনন্ত জীবনে প্রবেশের অধিকার পায়। জগতে সকলেরই মৃত্যু ঘটে পাপের কারণে, যেহেতু একদিন মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করে মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল। ব্যতিক্রম ঈশ্বর পুত্র যিশু। যিনি দেহধারী মানবেশ্বর হলেও তাঁর কোন পাপ ছিল না। তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেও তা কোন পাপের কারণে হয়নি, হয়েছে মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য। ঈশ্বর চেয়েছেন তাঁর প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মৃত্যুকে নাশ করা হবে।

**চিরস্থায়ী বেদনার নাম মৃত্যু:** চিরস্থায়ী বেদনা এবং প্রস্থানের নাম হচ্ছে মৃত্যু। তবুও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন -দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক তবে তাই হোক। অর্থাৎ মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণা ব্যতিরেকেও মৃত্যুকে মানতে না পারার কষ্ট, যন্ত্রণা বারবার মানুষকে কষ্ট দেয়, দুঃখের সাগরে ভাসায়। কিন্তু তবু তাই হোক...। কেননা অন্ধকারের পরে সূর্যদয়, দুঃখের পরে সুখ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার "নৈবেদ্য" কাব্যগ্রন্থে "মৃত্যু" কবিতায় লিখেছেন- "মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর! আজি তার তরে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে, জীবন আমার এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়, মৃত্যুরে এমনি ভালোবাসিব নিশ্চয়"। যেটা অবধারিত, নির্ধারিত এবং চিরস্থায়ী সত্য সেটাকে তো ভালোবাসাই শ্রেয়।

**মৃত্যু শেষ নয় বরং অনন্ত জীবনের শুরু:** ঈশ্বর পরম পবিত্রতার উৎস, সমস্ত ভালোর সার তিনি। তাঁর সাথে মন্দতার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি জীবনস্বরূপ, মৃত্যুর সাথে তাঁর কোন সংযোগ না থাকলেও মানুষের সাথে রয়েছে। পাপের কারণে মানুষ পৃথিবীতে মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল সে জন্য মৃত্যুর মধ্যদিয়েই অনন্ত জীবনে প্রবেশের আহ্বান পায় মানুষ। এক্ষেত্রে প্রভু যিশু ছাড়াও প্রবক্তা এলিয় এবং আদিপুস্তকে উল্লেখিত এনোখের *(আদি ৫:২৪)* পরিচয় পাই যাঁদের মৃত্যুর স্বাদ নিতে হয়নি। এছাড়াও মণ্ডলীর বিশ্বাস ঈশ্বর জননী ধন্যা মারীয়াও স্বশরীরে স্বর্গোন্নীতা হয়েছেন। সুতরাং জাগতিক মৃত্যু অনন্ত জীবনের শুরু। বীজ না মরে যেমন চারাগাছ হয় না তেমনি মানুষও মৃত্যুবরণ না করে স্বর্গে যেতে পারে না।

**'মৃত্যু' মৃত্যুর উপর বিজয় আনে:** "যিশুর সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে তখন এই কথা বিশ্বাস করি যে, তাঁর সঙ্গে আমরা জীবিতও থাকবো। কারণ আমরা জানি যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্বই নেই" *(রোমীয় ৬:৮-৯)*। আমরা জানি ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করে তাদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, তোমরা ফলবান হও, বংশ বৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল। ঈশ্বর তো জীবনের উদ্দেশ্য, অনন্ত জীবনের নিমিত্ত মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন; তিনি তো মৃত্যু সৃষ্টি করেননি। তবে পৃথিবীতে মৃত্যু কিভাবে আসল? শয়তানের প্রলোভনে পড়ে মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করে, তার ফলেই এ পৃথিবীতে মৃত্যুর আবির্ভাব। সাধু পল বলেন, "পাপের মজুরি হলো মৃত্যু" *(রোমীয় ৬:২৩)*। প্রাক্তন সন্ধিতে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, "মৃত্যু ঐশ সৃষ্টির অংশ নয়, মানুষের মৃত্যুতেও ঈশ্বর প্রসন্ন নন। শয়তানের হিংসার ফলেই মৃত্যু জগতে প্রবেশ করে" *(প্রজ্ঞা ২:২৩-২৪)*। সাধু আম্ব্রোজ- তার ভাইয়ের মৃত্যু সময় বলেছিলেন- "খ্রিস্টীয় মৃত্যু অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার, কেননা মৃত্যুর মধ্যদিয়েই জীবন ও পরিত্রাণ এসেছে"। তাই বলে তুই মৃত্যুরে করিস নে ভয়, মৃত্যুর মধ্যদিয়েই হবে জীবনের জয়।

**মৃত্যু সিগ্ধ ও সুন্দর:** আমাদের সুপরিচিত হুমায়ূন ফরিদি মৃত্যু সম্পর্কে বলেছিলেন, "মৃত্যু বিষয়টা হচ্ছে খুব সিগ্ধ, সুন্দর"। মৃত্যু একটা ভয়ানক ভীতির, অপ্রত্যাশিত বিষয় আর মৃত্যু সম্পর্কে এই অভিনেতার উত্তরের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "জন্মের সময় আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু হবে বিষয়টা নির্ধারিত হয়ে আছে। আমরা যদি জানি আমাদের মৃত্যু হবে এবং শেষ বিচার হবে, তাহলে আমরা পাপ করব না"। মৃত্যুর সময় একজন মানুষ জগতের সব চিন্তা একপাশে ফেলে রেখে কত সুন্দর, শান্তভাবে ঘুমিয়ে থাকে। মৃত্যুর কোন বয়স নেই। মৃত্যু কারো প্রতি কখনো পক্ষপাত করে না। আমাদের মাণ্ডলিক শিক্ষা হল, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকাই শ্রেয়। "চোর কখন আসবে তা যদি গৃহকর্তা আগে থেকেই জানত, তাহলে কখনোই নিজের ঘরে সিদ্ কাটতে দিত না" *(মথি ২৪:৪২-৪৩)*। এখানে মৃত্যুকে চোরের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। কারণ চোর অন্ধকারে, সবার অগোচরে আসে।

**প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুকেই বহন করি:** উটকে বলা হয় মরুভূমির জাহাজ। তপ্ত বালির বুকে নীরবে অবিরাম হেঁটে চলে ভারী বোঝা বহন করে। পবিত্র বাইবেলে নতুন নিয়মে আমরা পাই গাধাকে, যে কিনা ভার বহন করে। মিশরে পলায়নের সময় যোসেফ মারীয়াকে ও যিশুকে গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। জেরুসালেমে প্রবেশের দিন যিশু গাধার পিঠে চড়ে গিয়েছিলেন। ইঞ্জিন চালিত যানবাহনের আগে মানুষ গরুর গাড়ি, গোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ি ব্যবহার করত। ঈশ্বর আমাদের গরু ভেড়া বানিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠাননি বরং সৃষ্টির সেরা জীব করে পাঠিয়েছেন তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমরাও প্রতিনিয়ত বহন করে চলেছি। আমরা সংসারের নানা ঝামেলা বহন করে চলছি। উট, গাধা, ঘোড়া ভার বহন করে, ফুল সুগন্ধ বহন করে, মৌমাছি মধু বহন করে। আর আমরা??? আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুকে বহন করে চলেছি।

**মৃত্যু হচ্ছে দেশান্তরিত হওয়া:** মানুষের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের জন্য পাসপোর্ট এবং ভিসার প্রয়োজন পড়ে। নিরাপত্তা এবং নিয়মের কারণে এই বিষয়গুলো ব্যতিত কেউ অন্য কোন দেশে প্রবেশ করতে পারে না। মৃত্যুর পরে আমরাও স্বর্গরাজ্যে যেতে চাই এবং সেজন্য আমাদের ভিসা হচ্ছে আমাদের ভাল কাজ। আমরা সৃষ্টির সেরা জীব এটা আমাদের পাসপোর্ট এবং এই পৃথিবীতে কে কিভাবে সময়টা অতিবাহিত করলাম সেটা হল এজেন্ট। "মৃত্যু সম্ভবত জীবনের অন্যতম সেরা আবিষ্কার। এটি জীবন পরিবর্তনের এজেন্ট। এটা পুরোনটাকে ঝেড়ে নতুনের জন্য জায়গা করে দেয়" স্টিভ জবস্।

**উপসংহার:** "মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে অকারণে বদলায়" মুনীর চৌধুরী। সময়ের প্রয়োজনে মানুষকে বদলাতে হয়, জীবন যাপনে পরিবর্তন দরকার হয়। তবে অবশ্যই পরিরবর্তন সব সময় ভালোর দিকে হওয়া উচিত। কারণ মানুষ জানে না কোন প্রহরে মৃত্যুদূত এসে নাম ধরে ডাকবে। কেননা "ভালবাসা আর মৃত্যু দু'টোই নিমন্ত্রণবিহীন অতিথী, একজন এসে নিয়ে যায় মন, আরেকজন এসে নিয়ে যায় জীবন" (রবীন্দ্রনাথ)। তাই আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা হোক ভাল কাজ করা, ভাল কিছু নিয়ে থাকা এবং অন্যের জন্য ভালটা রেখে যাওয়া। মানুষ চেষ্টা করলে কি না করতে পারে। 'মানুষ মৃত্যু থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে জাহান্নাম থেকে নয়। অথচ চেষ্টা করলে মানুষ জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে মৃত্যু থেকে নয়'। কবরে শায়িত মৃত্যু বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এটাই বলছে- তোমরা একদিন আমাদের অনুসারী হবে। তাই যা চিরস্থায়ী তাকে ভালোবাস, প্রতিদিন নিজের মৃত্যু নিয়ে চিন্তা কর এবং ভাল কাজ কর॥ ❑

# ২ নভেম্বর ও আমার ভাবনা

**তেরেজা সোমা ডি' কস্তা**

নভেম্বরের ২ তারিখ খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা পালন করেন মৃত্যুলোকের পর্ব। যেসব আত্মীয়-স্বজন, পূর্বপুরুষরা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন খ্রিস্টবিশ্বাসীরা এই দিনে তাদের স্মরণে কবরস্থানে খ্রিস্টযাগসহ বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান করেন। প্রার্থনা শেষে কবরে বাতি জ্বালানো হয়। খ্রিস্টান বর্ষপুঞ্জি অনুসারে পুরো নভেম্বর মাসই উৎসর্গ করা হয়েছে মৃত আত্মাদের উদ্দেশে। অনেকে নভেম্বর মাস জুড়ে কবরস্থানে ব্যক্তিগতভাবেও প্রার্থনা করেন।

আমরা বর্তমান পৃথিবীর চাকচিক্যময়তায় এতটাই ব্যস্ত যে আমাদের মৃত আত্মীয়দের কথা মনেই থাকে না। অন্তত এই নভেম্বর মাসের অজুহাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মনে করার একটা ধামাকা সুযোগ পাচ্ছি।

আমার এই ধামাকা শব্দটি শুনে অনেকেই অবাক হচ্ছেন জানি। ধামাকা বলার কারণ হচ্ছে আগে আমরা কবরস্থানে শুধু মোমবাতি জ্বালাতাম। অনেকে নিজেদের উঠানের ফুল গাছ থেকে ফুল নিয়ে কবরে দিতেন। এখন কিন্তু মোমবাতির সাথে পুরো কবরস্থান ফুলে ফুলে সাজিয়ে সেলফি কিংবা টিকটকের সুযোগ পাচ্ছি। মৃত আত্মাদের জন্য প্রার্থনা কতটুকু হচ্ছে জানি না তবে অনেকে কিন্তু পর্বটি সেলিব্রেট করছি হেব্বি। কেননা এর সাথে আবার যোগ হয়েছে ইউরোপিয়ান কালচার Halloween.

গত ২ নভেম্বরের পর থেকে ফেইসবুক খুললেই দেখা যাচ্ছে কত রঙে-ঢঙে ছবি তোলার বাহার। এইদিনে অনেকে কবরস্থানে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদেন। সম্প্রতি যিনি কোলের শিশুটি হারিয়েছেন, সদ্য স্বামীহারা নারী, মা-বাবা হারা সন্তান অনেকেই কাঁদেন। আবার কেউ না কাঁদলেও বিষণ্ন থাকেন। সারা বছর প্রতিটি মুহূর্তে হারানো মানুষটিকে মনে মনে স্মরণ করলেও নভেম্বরের ২ তারিখে তাদের স্মৃতিগুলো যেন আরও বেশি কাঁদায়। অথচ পাশের কবরেই আরেকজন বিভিন্ন পোজ দিয়ে ছবি তোলেন যা দেখতে শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, অমানবিকও বটে।

এই যে এতো বাতি, ফুলের মালায় মৃত মা-বাবা-আত্মীয়দের কবর সাজানো হল সেটা কতটা আন্তরিক?

সাধারণত ২১ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেনটাই ডে, পয়লা বৈশাখ বাংলাদেশে ফুলের দাম কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এবারের ২ নভেম্বরের ছবি দেখে আমার মনে হল এই ফুলের ব্যবসায় নতুন একটা দিন যোগ হল। অনেকেই যেন কবরস্থান সাজানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছেন।

যাই হোক, বছরের একটা দিন আমরা আমাদের মৃত বাবা-মা, দাদা-দাদিদের ফুলের মালা দিব এতে কারো অবজেকশন দেয়ার কিছু নাই।

কিন্তু প্রশ্ন হল এরা যখন বেঁচে ছিলেন কতদিন আপনি তাদের খোঁজ নিয়েছেন?

২ নভেম্বর কবরস্থানের ছবিগুলো দেখে কেন জানি আমার ছোট বেলায় দেখা রঞ্জিত মল্লিকের অভিনীত বিখ্যাত বাংলা সিনেমাগুলোর কথা বারবার মনে পড়ছে। বাড়ির কোন এক বউ দুষ্টু হবে আর শ্বশুর-শাশুড়িকে ঠিকমতো খাবার দিবে না, তাদের দিয়ে বাড়ির সব কাজ করাবে, নিজের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে কেক-পিজা খাবে আরও কত অমানবিক দৃশ্য। আশির দশকে এসব সিনেমা দেখে চোখের জল ফেলেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন ভাবতাম এসব বুঝি সিনেমাতেই হয়। কিন্তু এখন বুঝতে শিখেছি এসব বাস্তবে হয় এবং আমাদের আশেপাশেই হয়। আমার তো মনে হয় কিছু কিছু পরিবারের ঘটনা সিনেমার গল্পকেও হার মানাবে।

অনেক টকশো, উপদেশে শুনি যে আজকালকার ছেলে-মেয়েরা বয়স্ক বাবা-মাকে সময় দেয় না, তাদের সাথে কথা বলে না। এসব তো প্রাথমিক সমস্যা। আমাদের সমাজে এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে বৃদ্ধ মা-বাবার জন্য উচ্ছিষ্ট খাবার বরাদ্দ থাকে। মা-বাবা বিছানায় পড়ে কাতরালেও সন্তানরা চিকিৎসা করায় না। তিন-চার জন সন্তান হলে কে নিবে বৃদ্ধ মা-বাবার দায়িত্ব সেটা নিয়ে আরেক ঝামেলা, চিকিৎসা তো দূরের কথা। প্রচণ্ড গরমে বৃদ্ধ অসুস্থ বাবা-মা যখন বিছানায় শুয়ে কাতরান সন্তানেরা বিদ্যুৎ খরচ বাঁচাতে বাবা-মার ঘরের কারেন্টের লাইন কেটে দেয়। ছেলে মা-বাবার জন্য প্রতি মাসে বিদেশ থেকে আলাদা করে টাকা পাঠালেও ছেলের বউ তা গায়েব করে ফেলে। পরিবারের শান্তির কথা ভেবে বৃদ্ধ মা-বাবা মুখ বুজে সহ্য করে। এমন ঘটনাও আছে যে সন্তান থাকতেও অসুস্থ বাবা অথবা মাকে একা বাড়িতে মরে পরে থাকতে হয়েছে। আচ্ছা তখন কি একবারের জন্যও মনে পড়ে না এই বাবা-মা তাদের জন্য কি করেছেন?

আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে থাকি। আমাদের বাবা-মায়েরাও আমাদের ছোটবেলায় তাদের সর্বোচ্চটাই দিয়েছেন। অথচ আমরা অনেকেই বাবা-মার বৃদ্ধ বয়সে আমাদের প্রতি তাদের আদর, ভালোবাসা, স্নেহ, ত্যাগস্বীকার অস্বীকার করি, ভুলে যাই।

বাবা-মার মৃত্যুর পর এসব সন্তানরা যখন আদিখ্যেতা করে ঘটা করে চল্লিশা পালন করে, জন্ম অথবা মৃত্যু দিবসে ফেইসবুকে 'আই লাভ ইউ, আই মিস ইউ' লিখে, ২ নভেম্বর পুরো কবর ফুলের মালায় সাজায় তখন তাদের জন্য করুণা হয়। এসব লোকদেখানো ভালোবাসা বন্ধ করা উচিত। বাবা-মা জীবিত থাকতে তাদের সাথে কি করেছেন বা করছেন আশেপাশের মানুষ তা দেখে জানে। তাই তাদের মৃত্যুর পর এসব আদিখ্যেতা করা মানে লোক হাসানো।

আসুন, আমরা আমাদের বৃদ্ধ বাবা-মায়ের যত্ন নেই। সাধ্যমতো তাদের সেবা করি। তাহলে আমাদের সন্তানেরাও আমাদের দেখে শিখবে। তারাও আমাদের বৃদ্ধ বয়সে আমাদের সেবা-যত্ন করবে॥ ❑

# ভাওয়ালে খ্রিস্ট ধর্মের উৎসের সন্ধানে

**জেরী মার্টিন গমেজ**

**(পূর্ব প্রকাশের পর)**

জেজুইট ফাদার মার্কো সন্তুচ্চি এবং তার সাথে আসা আরো তিন জন ফাদার ঠিক মত দোম আন্তনীওর গড়া খ্রিস্টানদের পরিচর্চা করতে পারছিলেন না। যার ফলে এক সময় জেজুইটরা এই অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে মুছে যায়। জেজুইটদের এই অঞ্চল ছাড়ার কারণ, ফাদার মার্কোর একটি চিঠিতে বুঝা যায়। যা তিনি লেখেন ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর। গোয়ায় জেজুইট প্রভিন্সিয়ালকে তিনি জানান যে, দোম আন্তনীওর খ্রিস্টানরা, তাদেরকে হুমকি দিচ্ছেন যে, জেজুইটরা যদি তাদের দায়িত্ব না নেয় তাহলে তাদের মেরে এই অঞ্চল থেকে বের করে দেওয়া হবে। আর আগষ্টিনীয়ান ফাদাররা তাদেরকে প্রকাশ্যেই বলছিলেন এই অঞ্চলে তাদের ধর্ম প্রচারে অধিকার নেই। তিনি বুঝতে পারেন যে, যেহেতু আগষ্টিনীয়ান ফাদারদের কারণে দোম আন্তনীও মুক্তি পেয়েছিলেন তাই তিনি তাদের পক্ষেই চলে গেছিলেন এবং মদ্যপানের দিকে আসক্ত হয়ে পরেছিলেন। উনি উনার চিঠিতে এই অঞ্চলের মানুষের দুই চেহারা তুলে ধরেন। তিনি লিখেন যে, এই অঞ্চলের মানুষ না হিন্দু না খ্রিস্টান। এরা কেউ মারা গেলে ব্রাহ্মণ দিয়ে চিতায় নিয়ে লাশ পুড়িয়ে ফেলে আবার বিয়ে করার সময় চার্চে করে। তিনি বুঝতে পারেন যে, এদের দিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা ঠিক মত পালন হবে না। তাই তিনি তাদের ছেড়ে যেতে মনস্থির করলেন। এবার প্রশ্ন আসতে পারে, দোম আন্তনীও যে অঞ্চলটিতে ছিল ওই অঞ্চলে কেন আগষ্টিন ফাদাররা যাজক দেন নি। তার উত্তর পাওয়া যায় ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে আগষ্টিনীয়ান ফাদারদের এক চিঠিতে। আগষ্টিনীয়ান ফাদাররা মূলত ১৩ টি ধর্মপল্লী চালাতো। যার মধ্যে ঢাকা এবং তেজগাঁও ও ছিল। কিন্তু দোম আন্তনীও যেহেতু তাদের পালিত মানুষ ছিল তাই কোন ফাদার এই পালিত মানুষের হাতে গড়া খ্রিস্টানদের সেবা দিতে চান নি। কিন্তু ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে একটি চিঠি আগষ্টিনীয়ান ফাদারদের মূল কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠান। কে বা কারা পাঠান সেটা জানা যায় না। তবে দোম আন্তনীওর এই ত্রিশ হাজার খ্রিস্টানকে কেন ঠিক মত পরিচর্যা করা হচ্ছে না, তা জানতে চেয়ে আগষ্টিনীয়ান ফাদারদের অধিকর্তা পর্তুগালের রাজপুত্র ডন পেত্রত্রো, বাংলায় অবস্থিত আগষ্টিন ফাদারদেরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করেন। এই চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে আগষ্টিনীয়ান ফাদারগণ, এই মর্মে চিঠি দেন, দোম আন্তনীও আসলে এক জন ভণ্ড। উনার দীক্ষিত খ্রিস্টানদের সংখ্যা মোটেও ত্রিশ হাজার নয়। মাত্র ৫০ থেকে বিশ জন। এই সংখ্যা আসলে জেজুইটরা বিশ্বাস করেন। দোম আন্তনীও তার স্ত্রী, তার দুই ভাই ও একজন রাজাটাকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে। যা সর্বসাকুল্যে মাত্র বিশ জন। আর বাকী যারা আছে তাদের আগষ্টিন ফাদারগণই দীক্ষিত করেন। আর যেহেতু দোম আন্তনীওর খ্রিস্টানগণ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাদের শিক্ষা দেবার জন্য পর্যাপ্ত যাজক তাদের নেই। সেই পত্রে এই লেখা হয় যে, আসলে নিম্ন বর্ণের হিন্দু, ভিক্ষুকরা ভিক্ষা পেতেই খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে শুধুমাত্র ভিক্ষার জন্য। আসলে তারা প্রকৃত খ্রিস্টান নন। কিন্তু আগষ্টিনীয়ান ফাদাররা যাদের দীক্ষিত করেছেন, তারাই প্রকৃত খ্রিস্টান। তাদের চালচলন প্রকৃত পর্তুগীজ খ্রিস্টানদের মত। কিন্তু আসলেই কি দোম আন্তনীও একজন ভণ্ড, জোচ্চোর কিংবা অসাধু ব্যক্তি ছিলেন। ব্যাপারটা আসলে এমন না। এই অংশটুকু লিখতে গিয়ে আমাকে অনেকগুলো অপ্রিয় হলেও সত্য কথা লিখতে হচ্ছে। আশাকরি পাঠক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর ওই সময়কার আগষ্টিনীয়ান ফাদারদের দোষ আমারা কখনো এই সময়ের ফাদারদের কিংবা সম্প্রদায়কে দিতে পারি না। আর আমরা আগষ্টিন সম্প্রদায়ের ফাদারকেও তাদের অবদানের জন্য ভুলতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, জেজুইটরা এই বাঙ্গলায় প্রথম আসে। তারা এসেই ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে যে কাজটা করেছে, তাহলো শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। বিভিন্ন স্কুল কলেজ, হাসপাতাল তৈরী করেছিল। এই জন্য তাদের নাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় উচ্চারিত হতো। রাজা, বাদশারাও তাদের সম্মান করত। যখন বাংলায় জেজুইটরা কিছুটা দুর্বল অবস্থানে চলে যায় তখনই আগষ্টিন সম্প্রদায়ের ফাদাররা তাদের স্থান দখল করে। তবে এই ও সত্যি কথা জেজুইটদের মত অর্থ এবং লোকবল কোনটাই আগষ্টিনীয়ান ফাদারদের ছিল না। দোম আন্তনীও আসলে ধর্মের জলোচ্ছ্বাস তৈরী করে ছিলেন। যা সামাল দেবার ক্ষমতা ততকালীন আগষ্টিনীয়ান ফাদারদের ছিল না। মাত্র দুই বছরে ত্রিশ হাজার মানুষকে খ্রিস্টান বানানো পক্ষেই সম্ভব ছিল। সেটা ছিল দোম আন্তনীও ডি রোজারিও। একজন বাঙালিই জানে কিভাবে বাঙালিকে বুঝাতে হয়। যা কোন সাদা চামড়ার ইউরোপীয়দের জন্য সহজ ছিল না। এই কাজটাই দোম আন্তনীও আমাদের এই ভাওয়ালে করে গেছেন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, না জেজুইট না আগষ্টিনীয়ান কোন সম্প্রদায়ের কাছেই দোম আন্তনীও ভালো লোক ছিলেন না। এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষই এই লোকটাকে বার বার ভুল বুঝে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। কোন সম্প্রদায় দোম আন্তনীওকে ভালো না বাসলেও দোম আন্তনীওকে ভালোবেসে আপন করে নিয়েছিল এই ভাওয়ালবাসী এবং তাকে জন্ম দেওয়া এক ফাদার, ফাদার ম্যানুয়েল ডি' রোজারিও এক জন রাজপুত্র হয়েও দেনার দায়ে জেলে যেতে হয়েছিল তাকে। তিনি ইচ্ছা করলেই পারতেন নিজ পিতৃভূমিতে ফেরত যেতে কিংবা নিজ ধর্মে ফিরে যেতে। কিন্তু তিনি যান নি? নিজের মনের মাঝেই এই প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খায়, দোম আন্তনীও কি পারতেন না নিজ ধর্মে ফেরত যেতে? তিনি কি পারতেন না নিজের রাজত্বে ফিরে গিয়ে রাজা হয়ে বাঁচতে? নিম্ন বর্ণের মানুষগুলোকে কি বাঙালি উপায়ে খ্রিস্টকে চিনানো কি দোম আন্তনীওর পাপ ছিল? কেন তিনি বার বার প্রস্তাব পাবার পরও এই অঞ্চল বিক্রি না করে চলে যান নি? আজকে এই অঞ্চলে খ্রিস্টানদের এত বেশি আধিক্য, নামে তেমন কিছু কি করতে পেরেছি! দোম আন্তনীও ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। অথচ উনার কবর কোথায় সেটাই আমাদের অজানা? **(সমাপ্ত)**

**সহায়ক গ্রন্থ এবং কৃতজ্ঞতা:**


১। বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সমাজ-লুইস প্রভাত সরকার।

২। বাংলাদেশের খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পরিচিতি -ফাদার দিলীপ এস কস্তা।

৩। বাংলাদেশের খ্রীষ্ট ধর্ম ও খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ইতিকথা- ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও।

৪। ইতিহাসে উপেক্ষিত -তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

৫। বাংলাদেশের খ্রীষ্টমণ্ডলী- জেরম ডি কস্তা।

৬। জানার আছে অনেক কিছু ইফফাত আরা সহ আরো অনেকে। ❑

# গৈ-গেরামের কাব্য

## সুনীল পেরেরা

১. আমাদের শরিকানা বাড়িটা বেশ বড়। একই ভিটায় তিন শরিকের পরেরোটি ঘর, তিনটি বড় উঠোন। উঠোনের মাঝখানে শরিকদের ঘর উঠেছে। বিবাহ কিংবা অন্যকোন বারোয়াতি অনুষ্ঠান হলে তিন উঠোনেই ব্যবস্থা করা হয়। আমার বড় দাদার মেঝো দাদার বড় ছেলের বিয়ে। তাই মূল মঞ্চ তৈরি হয়েছে আমাদের উঠোনে। অন্য দুটোতে রান্না ও খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ গায়ে হলুদ, তাই ব্যাণ্ডপার্টিসহ বরযাত্রীরা বিকেলেই চলে গেছে মেয়ের বাড়ীতে। সন্ধ্যায় ফিরে এসেই চলছে ধুম ধারাক্কা নাচ। শিশু কিশোর থেকে শুরু করে নারীরাই শুরু করেছে প্রথম। শেষ দলে নামে যুবকেরা। তাল বেতালে চলছে নৃত্য। চলবে বিরতিহীনভাবে।

আমরা সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত। বিয়েতে প্রায় ছয়শ অতিথি আমন্ত্রিত। পথের ধারে গ্রামের মধ্যখানে আমাদের বাড়ী। বাড়ী ভর্তি প্রায় তিনশ লোক। একের পর এক তাল চলছে। নাচ থামাতে গেলে আরেকদল নাচতে শুরু করে।এমনি জমজমাট মুহূর্তে হঠাৎ মেয়ে মহলে ফিসফিসানি চলছে।

বাড়ী ভর্তি আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও ঘরের আনাচে-কানাচে অনেকে জটলা করছে। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। একপর্যায়ে জানা গেল আমাদের এক আত্মীয়ের যুবতী মেয়ে শান্তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সোমত্ব হওয়ার আগে শান্তা নামের এই মেয়েটিকে কোনদিন দেখিনি। আজকেই একবার আলো আঁধারীতে শান্তাকে প্রথম দেখলাম। পরিচয়টা জানতে পারলাম আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে। মেয়েটির বেশ সাপল বডি, গায়ের রং শ্যামলা, কালো চোখে কাজল দিয়েছে। হাফ হাতা কামিজের সাথে জিন্সের টাইট প্যান্ট পড়েছে। কথা বলার সময় এক গালে হাসে আর মিকারি মেয়েদের মত চোখ মারে। চোখ মারাটা বোধহয় ওর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

শত ব্যস্ততার মাঝেও রাতভর খোঁজাখুঁজি হলো। কয়েকজন বলল মেয়েটা সারাক্ষণই ছেলেদের সাথে আড্ডা মেরেছে। তবে কার সাথে পালিয়েছে তা কেউ বলতে পারছে না। এসব ঝামেলার মাঝেও বিয়ে হয়ে গেল। পরদিন মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেল তবে কোথায় আছে তা কেউ বলতে পারছে না। সাত দিন পরে পাশের গ্রামে ছেলের বাড়িতে এলো। ছেলের বাবা-মা কিছুতেই এ চরিত্রহীন মেয়েকে পুত্রবধূ করতে রাজি নয়। মেয়ের একই জবান, সে এই ছেলের সংসারেই থাকবে। এসব জটিলতা নিয়ে দেনদরবার করতে আরও তিন দিন কেটে গেল। অবশেষে অনেক বলে কয়ে মেয়েকে বাপের বাড়িতে পাঠানো হলো। ছেলের কোন শাস্তিই হয়নি। সে ধোয়া তুলসী পাতাই থেকে গেল। তবে এর মধ্যে এক বছরও কাটেনি, শান্তা আরেক নতুন ছেলেকে বাগিয়ে বিয়ে হয়ে গেল। এ ধরনের তুখোড় খেলোয়ারী মেয়েদের ঘর করা আর ঘরভাঙ্গা যেন পুতুল খেলা।

ইদানিং মোবাইলের যুগে প্রেম পিরিতির খেলা শব্দের গতির চাইতেও দ্রুততর গতিতে চলছে। দেশ-বিদেশ কোন ব্যাপারই নয়। ফেসবুকে দেখা হয় কথা হয়, ভাব ভালবাসার পরই বিবাহ। জাতপাতের কোনো বিচার নেই। হুট করে মোটরবাইকে তুলে এনে বাপ মাকে তাক লাগিয়ে দেয়। প্রথমে তানা-নানা করলেও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় বিয়ে দিতে। মেয়ের সাহসী বয়ান 'যাবার জন্য আসি নাই'। বিয়ের বাজারে এই ভাব ভালোবাসার খোলামেলা চলছে সমাজে। সমাজ অসহায় যুগের হাওয়ায়। ফাদার মিন্টুর ফাইল দিনে দিনে মোটা হচ্ছে এসব সমস্যায়।

২.অনেকদিন পরে গ্রামে গেলাম। নির্বাচনী ধুম-ধারাক্কা চলছে। পোস্টার ব্যানারে গ্রাম ছেয়ে ফেলেছে প্রার্থীরা। পাশের হিন্দু পাড়ার সমিতিতে দেখলাম ব্যান্ড বাজিয়ে প্রচারণা হচ্ছে। নারী ভোটারদের উৎসাহ দেখে বেশ ভালো লাগলো। জাগ্রত হোক নারী সমাজ। পথেই বারু কাকার সাথে দেখা। একগাল হেসে তার দোকানে বসালো । আলাপে জানা গেল ইদানিং গরুর দালালি ছেড়ে দিয়েছে বারুকাকা। এ পেশায় বেশ দক্ষ ছিলেন। কায়দা করে দু'পক্ষের কাছ থেকে বখরা আদায় করতেন। একবার এ কাজে ধরা খেয়ে হাটে নাজেহাল হয়েছিল। গোবর গুলে মাথায় ঢেলে দিয়েছিল বাজার কমিটি। সেই থেকে এ ব্যবসা ছেড়ে এখন বাড়ির পাশে নিজেই মার্কেট করেছে। মার্কেট মানে তিনটি ১৬*১২ ফুট দোকান। নাম দেওয়া হয় বারু মার্কেট। প্রথম দোকানে তার ছেলে ডিশের ব্যবসা করে। মাঝখানে হরে কৃষ্ণ নাপিতের মর্ডান সেলুন। আর শেষ দোকানের সত্য ডাক্তারের নিরাময় হোমিও চেম্বার । ডিশের দোকানে যতসব ফ্যামিলির প্রাইভেট খবর পাওয়া যায়। পুত্ররত্ন রাতদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে নারীদের খবরাখবর সংগ্রহ করে। এমনিতে ভোলাভালা স্বভাবের হলে কি হবে প্রেমের দৌড়ে সবার আগে চ্যাম্পিয়ান। এর মধ্যে দুইবার নারী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে শালিসে মুচলেকা দিয়ে, মাফ চেয়ে পার পেয়েছে।

সেলুন ঘরটি ছোটখাটো একটা মিডিয়া সেন্টার। যত্তসব চ্যাংড়া ছেলে ছোকরার আড্ডাখানা। গ্রামের সব পরিবারের হাড়ির খবর হরে কৃষ্ণ নাপিতের কণ্ঠস্থ। টিনটিনে ছেলেটার কেষ্ট ঠাকুরের মত লম্বা চুল, মুখে বুদ্ধিজাত হাসি লেগেই থাকে। সব সময় ফিটফাট ধোপদুরস্ত থাকে আর রংবেরঙের পাঞ্জাবি পড়ে। হরে কৃষ্ণর মুখের মধু লোক পটাতে সিদ্ধহস্ত। দক্ষিণী শান্তিপুরী ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে। শুনেছি গোপনে ইন্ডিয়ায় লোক পাঠানোর দালালী করে। সাতক্ষীরায় এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে প্রতিমাতুল্য এক মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে। সেই সুবাদে এই ব্যবসা। বুদ্ধি খাটিয়ে দোকানের দেয়ালে রাধা কৃষ্ণের যুগল ছবির পাশে যিশুর একটা ছবিও ঝুলিয়ে রেখেছে। লোকে বলে নাপিতের বুদ্ধি ক্ষুর-কাঁচির চাইতেও ধারালো।

আমার মার্কেটের আরেক রত্ন সত্য ডাক্তার। শুনেছি টাকা দিয়ে একটা পল্লী হোমিও ডাক্তারের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছে। কুয়েতে এক শেখের বাসায় দুম্বার খামারীতে চাকরি করেছে বছর তিনেক। বাড়ি এসেই কিছুদিনের মধ্যে সে ডাক্তার হয়ে যায়। সত্য ডাক্তারের হিটলারি গোঁফ আর মোটা ফ্রেমের কালো চশমায় এক অদ্ভুত চেহারা । শীত এলেই অষ্টপ্রহর গলায় একটা তেলচিটচিটে মাফলার পেঁচিয়ে রাখে। রোগীর হার্টবিট মাপতে গিয়ে নিজেই খুক্কুর খুক্কুর করে কাশে। ছেড়া পর্দা দেওয়া চেম্বারে কেমন রোগী রোগী গন্ধ। সব সময় ফ্যাসফ্যাসে ঝাপসা গলায় লো ভল্যুমে কথা বলে।

তার রোগীরা বেশিরভাগই নারী। তাই নারী কেলেঙ্কারিতে সোল এজেন্ট এই ডাক্তার। এক যুবতী মেয়ের এবোর্সন করাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা খায়। সে যাত্রায় মোটামুটি জরিমানা দিয়ে, জেল হাজত থেকে রেহাই পায়। কিছুদিন চেম্বার বন্ধ রাখে। কানকাটা বেহায়ার তো লাজ শরম থাকার কথা নয়। তাই আবার পুরানো ব্যবসা শুরু করেছে। এলাকার লোকজন ও তেমন কিছু বলে না। খারাপ ভালো যাই হোক অন্তত সর্দি কাশি জ্বরে তার কাছেই যেতে হয়। উপজেলা তো পাঁচ কিলো দূরে। রাত বিরাতে এই সত্য ডাক্তারই ভরসা।

কাকা এবার গলা নামিয়ে অনেকটা ফিসফিস করে বললেন, বিদেশে কর্মরত পরিবার গুলির অবস্থা শোচনীয়। স্বামী স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে একে অন্যের প্রতি সন্দেহ আর টাকা পয়সার হিসাব-নিকাশ নিয়ে অবিশ্বাসের কারণে চাপা ক্ষোভ আর মনোমালিন্য চলতে থাকে। অবিশ্বাসের ফলে এই সংসারগুলিতে অশান্তি বাড়তে থাকে। এর মধ্যে সুযোগ সন্ধানী মানুষের চুকলির অভাব হয় না। সত্য ডাক্তারের কুটিল ভান্ডার তো আছেই।

কথায় কথায় শান্তা নামের সেই আত্মীয়া মেয়েটির সর্বশেষ সংবাদটিও কাকার কাছ থেকে জানা গেল। শান্তা প্রেমের বাজারে হেট্রিক করেছে। ওর স্বামী তিন বছর ধরে বিদেশে। একবার ফিরে এলে আর যেতে পারবেনা। এসব জেনেই নতুন এক বন্ধু জুটিয়েছে। তার ঘরে বাইরে দিন রাত অবাধে যাতায়াত। কপালে লাল টকটকে টিপ পড়ে হোন্ডার পিছনে বসে প্রায়ই সিনেমা দেখতে যায় শান্তা। ফিরে আসে মাঝরাতে। এর সর্বশেষ খবর শান্তা নিজেই তার স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে নতুন বন্ধুকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছে।

ইলেকশনের সুবাদে রাস্তার ধারে ত্রিপল

টাঙ্গিয়ে চা-পুরির মিনি হোটেল চালু হয়েছে। কাকা নিজেই দুই কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। চা খেতে খেতে বললেন এখন এসব ঘটনা অনেক ফ্যামিলিতেই ঘটছে অনেকে ধর্মান্তরিত হয়ে বিয়ে করছে। তারা স্বামী সন্তান নিয়ে বাপের বাড়িতে এলে রীতিমত অজু করে, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। বিকেলে বাড়ির সবাইকে নিয়ে পেয়াজু, বেগুনি দিয়ে ইফতার করে। এসবই বর্তমান বাস্তবতা।

বারু কাকা এসব কথা বলতে পেরে বেশ খুশি মনে হলো। তার চোখ যেন বলার আনন্দে চকচক করছে করছে।

৪. সন্ধ্যার দিকে আলো গাছের পাতায় ছায়া ফেলেছে। ফুরফুরে উত্তরি হাওয়া বইছে। আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখে উঠতে যাব, অমনি বারুকাকা আমার হাত চেপে ধরে। আরেকটু বস, আসল কথাটা এখনো বলাই হয়নি। আমি চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এতক্ষণ যা বলা হলো তা সবই নকল অর্থাৎ বানোয়াট কিচ্ছা ? কাকা নান্দনিক একটা হাসি দিয়ে বললেন, আমার শ্যালক বিদেশের মরুভূমিতে চাকরি করে বেশ মালকড়ি কামাই করেছে। বাড়িতে এসে বউয়ের কাছে টাকার হিসেব চাইতেই গোল বেঁধে গেল। বউয়ের ভাই অর্থাৎ শ্যালকের শ্যালক বোনের টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে গিয়ে ধরা খেয়েছে। শ্যালক এখন পালিয়ে মালয়েশিয়ার পথে। এসব নিয়ে রাতদিন ঝগড়া, মারামারি। অল্প দিন হয় বৌটা ডেঙ্গুতে মারা গেছে।

আহারে টাকার জন্য একটা প্রাণ গেল।

সবাই বলছে সময়মতো চিকিৎসা হলে বউটা মারা যেত না। শ্যালক কি করেছে শোন। চল্লিশ দিন পারও হয়নি। বাচ্চাদের দোহাই দিয়ে এক উঠতি বয়সের যুবতী মেয়েকে ঘরে এনে তুলেছে। বিস্ময়ে বললাম, বিয়ে না করে একটা মেয়েকে..... সমাজের কেউ কিছু বলেনি ?

কাকা বিরক্ত হয়ে বলে, আরে সমাজ কি আর এখন সমাজ আছে? সমাজে এখন মেধাশূন্যতার তীব্র খরা চলছে। যে মেয়েটা আনা হয়েছে তার চোখের সামনে কেউ দাঁড়াতেই সাহস পায় না। কিছু বলতে গেলে অমনি ঠোঁট উল্টে ঠাট ঠাট জবাব দেয় তাও একেবারে বস্তির ভাষায়।

৫.বারু কাকা হঠাৎ করেই গলার স্বর নামিয়ে ফেলে। গামছা দিয়ে চোখ মুখ মুছে ভিজে গলায় বলেন, পরের কথা কি আর বলবো বাবা, নিজের সংসারেই অশান্তির আগুন জ্বলছে। তুমি তো জানো পন্ডিতের ঘরেই মূর্খ জন্মায়। আমার হাবাগোবা ছেলে এক কালিসন্ধ্যায় মেম সাহেবের মত চুল ছাটা একটা মেয়ে নিয়ে এসে হাজির। মাথায় নিগ্রোদের মতো কুঁচি কুঁচি চুল, বসা চ্যাপ্টা নাক মুখ, কেমন যেন গোলগাল নিরামিষ চেহারা। পুরুষের মত মদ্দাটে পাহাড়ি মেয়ে। কিছু জিজ্ঞেস করলে কাট কাট উত্তর দেয়। তোমার কাকিমার চাইতেও দজ্জাল। এমন ডাঁটিয়াল মেয়ে জীবনাই। এখন সারাক্ষণ বউ শাশুড়ি লেগেই থাকে। শুনছি ঢাকায় বিউটি পার্লারে চাকরি করেছে। এখন বলছে, নাপিতের সেলুন তুলে দিয়ে বিউটি পার্লার করবে। এমনিতেই সয়সম্পত্তি নিয়ে শরিকী ঝঞ্ঝাট চলছে তার উপরেই উৎপাত।

বুঝলাম বারুকাকা এখন নিজের চোরাবালিতে নিজেই ডুবতে বসেছে। পরের সর্বনাশ তো আর কম করে নাই। দুই বছর পার হয়েছে অথচ নাতি নাতনির খবর নাই। কাকার জীবৎকালেই তার সংসারে খেলা ভাঙার খেলা শুরু হয়েছে।

বারুকাকা এইবার জন্ডিস রোগীর মত অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই হরে কৃষ্ণ নাপিত শশুর বাড়ির ওয়ারিশ বিক্রি করে এখন কোটি টাকার মালিক হয়েছে। আমার গুণধর পুত্র গোপনে তার কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিয়েছে। সে টাকা সুদ আসলে যা হয়েছে তাতে আমার করে ভিটে মাটি বিক্রি করে ঋণ শোধ করতে হবে।

বললাম এত চড়া সুদে লাখ লাখ টাকা ধার করল ছেলে, আপনি বাপ হয়ে কিছুই জানতে পারেননি?

বিষন্ন মনে কাকা বলল, আপনজনরাই আমার সর্বনাশ করেছে। ছেলেকে যতবারই জিজ্ঞেস করেছি অমনি মা-পোলায় ভ্যা ভ্যা করে কান্দে। এই নাপিতরে আমি আপন পোলার মতন বিশ্বাস করছি। অনেক ধরা-ধরির পর বলল, দলিলে সই করার আগে আমার ছেলে নাকি তাকে মা মনসার দিব্যি দিয়েছে যেন আমি এসব জানতে না পারি। এক বন্ধু শেয়ার কেনার নাম করে টাকা নিয়ে উধাও। বিশ লাখ টাকা দিয়েছে সোনার ব্যবসায়ী প্রতুল মহন্তকে। তার দোকানে ডাকাতি হয়েছে, ফলে সে এখন পথের ফকির। সর্বশেষ শহীদ পাটোয়ারীকে ১০ লাখ টাকা দিয়েছে বিদেশ যাবার জন্য। মহন্ত এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। সব মিলিয়ে দেড় বছরের সুদে আসলে প্রায় ৮০ লাখ টাকা পাওনা হরে কৃষ্ণ। দেখলাম কাকার চোখ ছল ছল করছে কিছু বলার আগেই সে আমার দুই হাত ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে মনের আয়নায় দেখলাম কাকার লাল বর্ডার দেওয়া বাড়ি, মার্কেট, সহ সম্পত্তি সব যেন একটা অন্ধকার সুরঙ্গের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এভাবেই এক এক করে বারু কাকার জীবনীগ্রন্থ থেকে একটা একটা পাতা খসে পড়বে আর নতুন করে সে পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে হরে কৃষ্ণ শীল এর জীবনকাজ। লাল বাড়িটার নাম বদলে হবে কৃষ্ণকুঞ্জ। এইতো পৃথিবীর বাস্তবতা।

৬. দোকানের বাইরে এসে দেখলাম হরেকৃষ্ণ চেয়ারে পা তুলে আরামে পান চিবুচ্ছে। আমি স্বপ্নচারীর মতো পথে নেমে এলাম। অদূরে বহু মানুষের আনন্দের কলনাদ শোনা যাচ্ছে হয়তো নির্বাচনের বিজয় উল্লাস। এই পদলোভী হিংসুটে মানুষ গুলোর মধ্যে কত দলাদলি, মিথ্যাচার, কুৎসা, নোংরামি, অসুস্থতা ভর করেছে। ক্ষয়ে যাওয়া সমাজ স্বার্থের খাতিরে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। সম্পর্কের বন্ধনগুলো ভীষণ ঠুনকো। জটিল সমাজে একতা, সততা, মানবতা শুধু মুখের বুলি। অকারনে অবিশ্বাসে ভাঙছে সংসার। ঘরে ঘরে হচ্ছে ছাড়াছাড়ি আর কথায় কথায় হচ্ছে ডিভোর্স। এসব অনাচার আর অমানবিকতা দেখে নিজেকে একজন খ্রিস্টপ্রেমী ভাবতে ঘৃণা হয়, বুকের ভিতর এক অব্যক্ত কাতরতায় ছটফট করি। মনে প্রশ্ন জাগে, আমরা কি আবার সেই যুগে ফিরে যেতে পারি না? যে যুগে এক নেতার নির্দেশে সবাই শ্রদ্ধাবনত ছিল। উৎসব পার্বনে ছেলে বুড়ো একসাথে বসে পিঠা পায়েস খেয়েছি আর একে অন্যকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আগামী প্রজন্মের কাছে এই প্রত্যাশা রেখে গেলাম॥ ❑

# প্রবীণ

## এ্যাড. এ কে এম নাসির উদ্দীন

প্রবীণদের কথা শুনবো মোরা
বদলে দেবো তাদের জীবনধারা।
প্রবীণদের জীবনে ইতিবাচক
পরিবর্তন আনবো
প্রবীণদের সাথে নিয়ে
স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বো।
প্রবীণরা সমাজের বোঝা নয়
সকলকে বুঝতে হবে
প্রবীণদের নিয়েই আমাদের পথ
চলতে হবে।
প্রবীণনীতিমালা- ২০১৩ বাস্তবায়ন
করতে হবে
পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন
কার্যকর করতে হবে।
মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রবীণরা
অংশগ্রহণ করেছিলো
মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে
আজকের প্রবীণরাই
দেশ স্বাধীন করেছিল।
প্রবীণদের জন্য যানবাহনের ভাড়া
অর্ধেক নিতে হবে
রেল ভ্রমণে সম্পূর্ণ বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের
ব্যবস্থা থাকতে হবে।
১৯৯৮ সাল হতে বয়স্ক ভাতা
চালু হয়েছে
বয়স্ক ভাতার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে
বাড়ানো হচ্ছে।
প্রবীণ ব্যক্তিদের অবদানের
স্বীকৃতি দিতে হবে
স্বীকৃতি প্রদান করে প্রবীণদের যথাযথ
মূল্যায়ন করতে হবে।
প্রতিবছর ১ অক্টোবর "আন্তর্জাতিক প্রবীণ
দিবস" আসে
বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধায় ঘোষিত হবে আশা
করে প্রবীণরা ঐ দিন
আনন্দের জোয়ারে ভাসে॥

# সাধু গুইডো মারীয়া কনফোর্টি

২৩ অক্টোবর, ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট রোম নগরে পার্মার (ইতালি) বিশপ এব.ং জেভেরিয়ান মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুইডো মারীয়া কনফোর্টিকে সাধু বলে ঘোষণা করেন। গুইডো মারীয়া কনফোর্টি উনিশ শতকের শেষ ভাগে এবং বিশ শতকের গোড়ায় দিকে খ্রিস্টমণ্ডলীর মাঝে মিশনারী চেতনা পুনঃর্জাগরণের জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি শৈশবে স্কুলে যাওয়ার পথে একটি গির্জায় গিয়ে যিশুর ক্রুশমূর্তির সামনে প্রার্থনার সময় সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রচার করার জন্য অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এগারো বছর বয়সে তিনি ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। এ সময় তাঁর শরীরের গুরুতর অসুস্থতা যাজক ও মিশনারী হওয়ার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় তিনি সুস্থতা লাভ করেন। এই পরিস্থিতি তাঁর আধ্যাত্মিক পরিচালক আন্দ্রেয়া ফেরারী পরবর্তীতে যিনি মিলানের কার্ডিনাল এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ধন্য শ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। গুইডো কনফোর্টি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিশপ এবং বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার পরিচালক কার্ডিনাল লেদোকস্কির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে জেভেরিয়ান মিশনারী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে চীনে সর্বপ্রথম দু'জন মিশনারী প্রেরণ করেন।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে তাঁকে রাভেন্নার আর্চবিশপ পদে নিযুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, তাঁর বিশপীয় অভিষেক দিনেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে ব্রত নিয়েছিলেন এবং জগতের অখ্রিস্টানদের কাছে যিশুর মঙ্গলবার্তা প্রচারের জন্য বিশেষভাবে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর মাত্র দু'বছর পর স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। তাঁর এই অসুস্থতা তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ ছিল। কেননা তিন বছর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের যত্ন নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইতোমধ্যে সুস্থতা লাভের পর পোপ সাধু দশম পিউস তাঁকে পার্মা ধর্মপ্রদেশের বিশপ পদে নিযুক্ত করেন।

পুনরায় বিশপের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি ২৪ বছর ধরে তাঁর যাজকদের বিশেষ

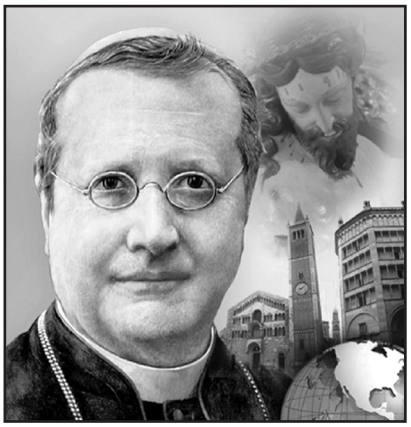

অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, যুবকদের মধ্যে ধর্মশিক্ষা আন্দোলন বেগবান করেছেন, পাঁচবার ধর্মপ্রদেশের ৩০০টির অধিক ধর্মপল্লীতে পালকীয় পরিদর্শনে গিয়েছেন, দু'টি সীনড আহ্বান করেছেন এবং খ্রিস্টপ্রসাদ, মারীয়া ও মিশনারী বিষয়ক সম্মেলন করেছেন। অধিকন্তু তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কাথলিক প্রৈরিতিক কাজকে উৎসাহিত করেছেন।

বিশপ কনফোর্টি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন যেন ইতালীয় মণ্ডলীর মধ্যে মিশনারী চেতনা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পিমে মিশনারী ফাদার মান্নাকে "পোপীয় মিশনারী ঐক্য" স্থাপন করার জন্য তিনি সহযোগিতা করেছেন, যার প্রথম সভাপতি ছিলেন তিনি।

কাথলিক মণ্ডলীতে বিশপ ও যাজকগণ যেন অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মঙ্গলবার্তা প্রচার কার্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে এজন্য তাঁরা একযোগে কাজ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সকল যাজকদেরকে এই মহান কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত। একই সময়ে এই পোপীয় সংস্থা বিশপ ও যাজকদের দ্বারা সকল খ্রিস্টভক্তদের অনুপ্রাণিত করতে চায় যেন তারা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়ে নয় বরং উৎসর্গীকৃত জীবনের মাধ্যমেও সাড়া দেয়।

বিশপ কনফোর্টি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মিশনারী চীনে প্রেরণ করেছেন এবং নিজে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সেখানে পরিদর্শনে গিয়েছেন। তিনি পার্মা নগরে ৫ নভেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং পোপ ২য় জন পল কর্তৃক ধন্য শ্রেণীভুক্ত হন।

কার্ডিনাল আঞ্জোলো রঙ্কাল্লী যিনি পরবর্তীতে পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন হয়েছেন, তিনি কনফোর্টির বিষয়ে এই মন্তব্য করেছেন, "বিশপ গুইডো মারীয়া কনফোর্টির মধ্যে পূর্ণভাবে বিশপীয় সেবা কাজের পরিচয় পাওয়া যায় ঃ তিনি একই সঙ্গে ধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব এবং বিশ্বের জনগণের জন্য তাঁর মিশনারী সেবাকাজের দায়িত্ব পালন করেছেন।

গুইডো কনফোর্টি ছিলেন "পার্মার বিশপ এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য মিশনারী"। প্রেরিত শিষ্যবর্গের উত্তরাধিকারী বিশপ সম্মেলনীর সদস্য হিসেবে একজন বিশপ শুধু একটি ধর্মপ্রদেশের জন্যই অভিষিক্ত হন না, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য নিযুক্ত হন।" যদিও রাভেন্না ও পার্মা ধর্মপ্রদেশের অনেক ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবার জন্য পর্যাপ্ত যাজক ছিল না, তবুও সর্বদা তার মনে "প্রতিটি মণ্ডলীর জন্য সেই দুশ্চিন্তা" ছিল, আর এজন্য মিশনারী পাঠাতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি।

তাঁর বিশপীয় আধ্যাত্মিক মন্ত্রটি "খ্রিস্টের ভালোবাসা আমাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে" সংক্ষেপে তুলে ধরে তাঁর জীবনর কাজে এবং তাঁর আধ্যাত্মিকতা॥ ❑

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

# তিনটি মাছের কেচ্ছা

**অনুবাদ : জাসিন্তা আরেং**

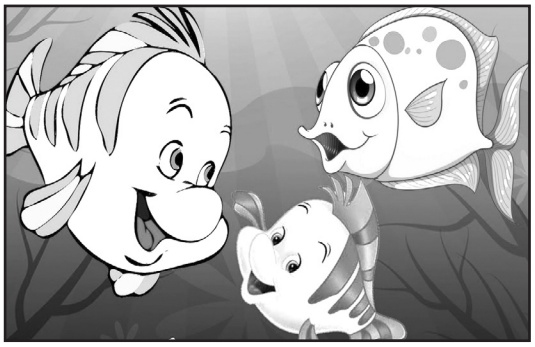

**এ**কদা একটি বিশাল পুকুরে তিনটি মাছ বাস করতো এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক ছিলো। অনেক বছর যাবৎ তারা একই পুকুরে বসবাস করে আসছিলো। একদিন এক জেলে পুকুরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, পুকুরটি মাছে পরিপূর্ণ। তিনি খুশীতে তার সঙ্গী-সাথীদের বিষয়টি জানালেন। তারা সবাই ঠিক করলো যে, আগামীকাল সকালে এসে তারা মাছ ধরবে।

তিনটি মাছের মধ্যে যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছিলো, সে তাদের সব কথা শুনলো। তখনই সে ছুটে গিয়ে বাকি দুজনকে বিষয়টি জানালো এবং পরক্ষণেই পুকুরটি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

দ্বিতীয় মাছটিও তার কথায় রাজি হলো এবং অন্যত্র যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু তৃতীয় মাছটি তাদের ব্যঙ্গ করলো। সে উপলব্ধি করলো যে, পুকুরটি তাদের বাড়ি এবং এটা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া উচিত নয়। দুটি মাছ অনেক চেষ্টা করেও তাকে বুঝাতে পারলো না। তারা দুজন সিদ্ধান্ত নিলো যে, তাকে তার ভাগ্যেও ওপর ছেড়ে দিয়ে তারা অন্য কোথাও চলে যাবে।

পরদিন সকালে ঠিকই সেই পুকুরে মাছ ধরতে জেলে এসে হাজির হলো। সেই পুকুর থেকে প্রচুর পরিমাণ মাছ শিকার করলো। দুর্ভাগ্যবশত, সেই তৃতীয় মাছটিও তাদের জালে ধরা পড়লো; যে মাছটি তার মাছ-বন্ধুদের বুদ্ধিতে পুকুরটি ছেড়ে না গিয়ে রয়ে গেছিলো। সেই দুটি বুদ্ধিমান মাছ পুকুরটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলো বলেই প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলো।

ছোট্ট বন্ধুরা, এই তিনটি মাছের কেচ্ছা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বুদ্ধিমানের কথার কদর করতে হয় এবং প্রয়োজনে বুদ্ধির সদ্ব্যবহারও করতে হয়, না হলে নিজেরই ক্ষতি নিজেই করে॥ ❑

**এরিকসন বটলেরু**
প্রথম শ্রেণি
কমলাপুর, সাভার, ঢাকা।

# জীবন-মরণ

**মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া**

আমার দেহের যা কিছু সব,
মাটিতে যাইবে মিশে
তাবৎ সংসার, মায়া মমতা,
সকলই রইবে পিছে ।।
মায়ের জঠর শূন্য করিয়া,
আসিয়াছি এই জগতে
ফিরিবার পথ রচেছে তখনই,
চিরায়ত তথাগতে ।।
আসিবার পর জগত পরে,
মজিয়া থাকি মোহে

কেমনে ভুলি বাঁধা যে রই,
জীবন-মরন দোঁহে
যাহা কিছু লভি- যশ ও খ্যাতি,
বাঁচিবে তারই স্মৃতি
সকল গরিমা ফুরাইয়া যাইবে,
থাকিবে প্রেম-প্রীতি।
বুকের ভেতর জাগিয়া রয়,
দিনে দিনে আশা কত
নাহি মানিয়া, পরম ব্রত,
বাড়িয়াছে শুধু ক্ষত।

যতই নিজেরে বাঁধিতে চাই,
মৃত্যু লইবে টানি
সকাতরে শুধু কাঁদিবে সবাই,
বহিবে চোখে পানি।
আহার নিদ্রায় মজিয়া রহি,
ভুলি যাইবার কথা
জমিয়াছে কত পরাণের পরে,
ব্যথার ব্যাকুলতা।

জীবনের সাথে ঘুরিয়া ফিরে,
মৃত্যুসম ছায়া
অলখেই ঘটে যবনিকা যবে,
বিবর্ণ জীবন কায়া।
জীবনে মঞ্চে সকলই ফুরাইবে,
নামিবে অন্ধকার
জঠরে আসিয়া, কবরে ফিরিবো,
এ যে অনিবার॥

# বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

**ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু**

## শান্তি আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ফোন করেছেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস

ভাতিকানের প্রেস অফিস জানায় গত রবিবার (২২/১০) বিকালে পোপ ফ্রান্সিস আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে ফোনে ২০ মিনিট কথা বলেন। তারা বিশ্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতি এবং এর মধ্যে শান্তির পথ চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

**শান্তির জন্য আবেদন:** রবিবার সকালে, পুণ্যভূমিতে যুদ্ধ সংবরণ করে শান্তির আহ্বান পুর্নব্যক্ত করেন পোপ মহোদয়। দূত সংবাদ প্রার্থনার পর তিনি জানান, প্যালেস্টাইন ও ইস্রায়েলের চলমান সংঘাতপূর্ণ অবস্থানে আমি খুব উদ্বিগ্ন ও শোকাহত। এ সংঘাতপূর্ণ অবস্থাতে যারা ভুক্তভোগী, ক্ষতিগ্রস্থ, জিম্মি ও আহত হয়েছে তাদের ও তাদের পরিবারের সকলের জন্য প্রার্থনা ও একাত্মতা প্রকাশ করছি। গাজাতে ক্রমবর্ধমানভাবে মানবিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়াতে এবং এ্যাংলিকান হাসপাতাল ও গ্রীক অর্থডক্স ধর্মপল্লীতে বিস্ফোরণে পোপ মহোদয় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি একইসাথে মানবিক সাহায্য আসার পথ উন্মুক্ত রাখতে এবং জিম্মিদের মুক্ত করার আবেদন পুর্নব্যক্ত করেন। রাশিয়ার চলমান যুদ্ধে 'ইউক্রেনীয়ান সাক্ষ্যমরদের' স্মরণ করে পোপ মহোদয় বলেন, যুদ্ধ, তা বিশ্বের যে প্রান্তেই সংগঠিত হোক তা একটি পরাজয়। যুদ্ধ সর্বদাই একটি পরাজয় এবং মানব ভ্রাতৃত্বের হন্তারক। তাই ভাইয়েরা, থামুন।

**গাজাতে সীমিত ত্রাণ সহায়তা:** মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত ১৮ অক্টোবর তেলআবিবে এক সংক্ষিপ্ত সফরে গিয়ে মিশর থেকে গাজাতে সীমিত ত্রাণ সহায়তা প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। একই সাথে হামাসের হঠাৎ আক্রমনের শিকার ইস্রায়েলকে সহায়তা দানের বিষয়টিও প্রকাশ করেন। গত শনিবার অক্টোবর ২১ তারিখ থেকে গাজাতে সীমিত ত্রাণ সহায়তা শুরু হয়েছে। জাতিসংঘের প্রতিনিধি জানান, এ সহায়তা এক সমুদ্র অভাবের মধ্যে একটি প্রয়োজন মিটানোর মতো।

## জেরুশালেমের মণ্ডলীর নেতৃবর্গ এবং ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপের গাজাতে যুদ্ধ সংবরণ করার আহ্বান

ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ জাস্টিন ওয়েলবিসহ জেরুশালেমের প্যাট্রিয়ার্কগণ ও বিভিন্ন মণ্ডলীর প্রধানগণ গাজার সাধু পোরফিওরিস অর্থডক্স গির্জার কাছে বিমান হামলার নিন্দা জানিয়ে এক যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। হামলার বোমা বিস্ফোরণে গির্জার দুটি হলঘরের হল ধসে পড়ে যেখানে নারী ও শিশুসহ বহু শরণার্থী আশ্রয় পেয়েছিল। হামলাতে ১৮ জনের মৃত্যু হয় যাদের মধ্যে ৯জন শিশুও ছিল। এছাড়াও আরো অনেকে আহত হয়। বিবৃতিতে মণ্ডলীর নেতৃবর্গ এ হামলার ও সাধারণ জনগণকে হত্যা বিষয়টিকে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। ইস্রায়েলের নিরাপত্তাবাহিনী স্বীকার করেছে যে তারা বোমা বিস্ফোরণ করে হামাসের কেন্দ্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে তবে তারা জানিয়েছে গির্জা তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিলো না।

নিপীড়িত ও যন্ত্রণাকাতরদের সেবা করা খ্রিস্টীয় প্রেরণকর্ম: প্যাট্রিয়ার্কগণ ও বিভিন্ন মণ্ডলীর নেতৃবর্গ এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, সামাজিক, ধর্মীয় ও মানবিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করা সত্ত্বেও তারা অভাবী মানুষকে সহায়তা দানের দায়িত্ব পালন করে যাবে। জেরুশালেমের ধর্মীয় নেতৃবর্গ ও পুণ্যভূমিতে সফররত ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ স্থানীয় এ্যাংলিকান মণ্ডলীর সাথে একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশ করেন। আশ্রয় দান করার মতো কাজ খ্রিস্টমণ্ডলী সর্বদা করে যাবে। দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়গুলো খালি করে দেবার অবিরাম সামরিক দাবির মুখেও আমরা আশ্রয়দানের খ্রিস্টীয় প্রেরণকর্মটি ত্যাগ করবো না; কেননা এই নিরপরাধ ব্যক্তিদের ফিরে যাবার জন্যে আক্ষরিক অর্থে নিরাপদ কোন আশ্রয়স্থল নেই।

*নিকারাগোয়ার জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ১২জন যাজককে স্বাগত জানিয়েছে ভাতিকান*

যুদ্ধ বিরতির আহ্বান: আশ্রয়দানের কাজটি শুধুমাত্র মণ্ডলীর মাধ্যমে দেওয়া সম্ভবপর নয় বুঝতে পেরে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ গাজাতে বিভিন্ন স্কুল, হাসপাতাল ও উপাসনালয়সমূহ সহ আশ্রয়শিবিরগুলোকে রক্ষা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চেয়েছে। মণ্ডলীর নেতৃবর্গ অতি শিঘ্র যুদ্ধবিরতির প্রত্যাশা করেন; যাতে করে খাদ্য, পানি এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের যোগান দেওয়া সম্ভবপর হয়।

ভাতিকান প্রেস অফিসের পরিচালক মাত্তেয় ব্রুনি জানিয়েছেন যে, নিকারাগোয়া ভাতিকানকে ১২ জন যাজকের মুক্তির বিষয় জানিয়েছে এবং তারা রোম ডায়োসিসের সকল সুযোগসুবিধা নিয়ে অবস্থান করবে। মুক্তিপ্রাপ্ত এই ১২জন যাজককে সেক্রেটারী অফ স্টেটের একজন কর্মকর্তা তাদের স্বাগতম জানাবে।

## বিশ্বে কাথলিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও যাজক ও উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতীদের সংখা কমেছে

৯৭তম বিশ্ব প্রেরণ রবিবার উপলক্ষে ফিদেস নিউজ এজেন্সী সারা বিশ্বের মিশনারী চার্চগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে তথ্য তুলে ধরেছে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর সময়সীমার মধ্যকার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সারাবিশ্বে ১.৩৭৫ বিলিয়ন কাথলিক। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ১৬.২৪ মিলিয়ন কাথলিকদের সংখ্যা বেড়েছে। ইউরোপ ছাড়া সকল মহাদেশেই এ সংখ্যা বেড়েছে। তবে বিশপ, যাজক ও উৎসর্গীকৃত নর-নারীর সংখ্যা কমেছে। বিশ্বে ৫,৩৪০ জন বিশপ আছেন যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ধর্মপ্রদেশীয়। তবে সন্ন্যাসব্রতী বিশপগণের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। সারাবিশ্বে যাজকদের সংখ্যা ৪০৭,৮৭২ জন। তবে বিগত বছরে ২,৩৪৭ কমে গেছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কমেছে ইউরোপে আর বেড়েছে আফ্রিকা ও এশিয়ায়। বিশ্বে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সংখ্যা কমেছে ৯১১জন, অন্যদিকে সন্ন্যাসব্রতী যাজকদের সংখ্যা কমেছে ১,৪০০জন। বিশ্বে গড়ে ৩,৩৭৩ কাথলিক ভক্তের জন্য ১জন যাজক আছেন। তবে, সুখবর হলো এই, বিশ্বে স্থায়ী ডিকনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯,১৭৬ দাঁড়িয়েছে। **- তথ্যসূত্র :** *news.va*

## সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ

**পিতর হেম্ব্রম** ▯ গত ৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজে ৯ম ব্যাচের একাদশ শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজে বরণ করে নেওয়া হয় এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন নাটোর-৪ (গুরুদাসপুর-বড়াইগ্রাম) আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব ডা: মো: সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা সভাপতি, গভর্নিং বডি, সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজ। সভাপতিত্ব করেন ড. ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ অধ্যক্ষ, সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজ। আরো উপস্থিত ছিলেন ফাদার পিউস গমেজ, সিস্টার মেরী জয়া এসএমআরএ। প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অধ্যক্ষ মহোদয় নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং কলেজে বরণ করে নেন। প্রধান অতিথি আলহাজ্ব ডা: মো: সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী তার বক্তব্যে বলেন, "আমি সেন্ট যোসেফস্ স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। এই প্রতিষ্ঠান আমাকে শিখিয়েছে কিভাবে মানবসেবা করতে হয়। ফাদার দিলীপ এস কস্তা তার বক্তব্যে বলেন, "প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মানবিক, ধার্মিক, সৎ ও বিবেকবান মানুষ হতে সহায়তা করে।" এছাড়াও সহভাগিতা করেন ফাদার পিউস গমেজ, ড. ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। নবীন বরণ অনুষ্ঠানের পরে অত্র প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ক্লাবের শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পরিশেষে অধ্যক্ষ মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

## মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ বিষয়ক কর্মশালা

**রিজেন্ট নয়ন পালমা** ▯ গত ২০ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে, সাধ্বী রীতার ধর্মপল্লী, মথুরাপুরে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ বিষয়ক সারা দিনব্যাপী এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন ধর্মপল্লীর প্রতিটি গ্রাম, ব্লক ও সংঘ-সমিতির সর্বমোট ৮৮ জন প্রতিনিধি। ফাদার উত্তম রোজারিও'র পরিচালনায় পবিত্র বাইবেল শোভাযাত্রা, ঐশবাণী পাঠ ও উদ্বোধনী প্রার্থনার মাধ্যমে কর্মশালা শুরু হয়।

পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে সকলকে শুভেচ্ছা জানান ও কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ কি ও এর বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ফাদার পল গমেজ, খ্রিস্টীয় প্রেরণ কাজে অংশগ্রহণ এবং সপ্তধাপ পদ্ধতিতে বাইবেল সহভাগিতা সম্পর্কে ফাদার বাবলু কোড়াইয়া এবং ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজে নেতৃত্বের স্বরূপ সম্পর্কে ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী উপস্থাপন করেন। উন্মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, দলীয়ভাবে পবিত্র বাইবেল সহভাগিতা এবং সারা দিনের কর্মসূচীর মূল্যায়ন ও পাল-পুরোহিতের ধন্যবাদমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে এই কর্মশালা সমাপ্ত করা হয়।

### মথুরাপুর সেন্ট রীটাস্ হাই স্কুলে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

মথুরাপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত সেন্ট রীটাস্ হাই স্কুলে গত ১৯ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মহাসমারোহে পালিত হল বিশ্ব শিক্ষক দিবস। বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষার্থীরা এ দিন নানা কর্মসূচী ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সকাল ৯:০০ টায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার পর শপথ বাক্য পাঠ করেন। শুরু হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী নৃত্য, শুভেচ্ছা বক্তব্য, গীতিনাট্য, কবিতা, নৃত্য-গীত, আবৃত্তি, মানপত্র পাঠ, অভিনয় ও শিক্ষকদের উপহার প্রদানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পরিশেষে, প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী'র বক্তব্য ও মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

### কাতুলী সাধু আন্তনীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ

গত ১৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে মথুরাপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত কাতুলী সাধু আন্তনীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী। প্রধান শিক্ষিকা সাগরী গমেজের শুভেচ্ছা বক্তব্য ও উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়। এরপর অভিভাবকগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত, প্রস্তাবনা ও শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন উপস্থাপন করেন। পরিশেষে, ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন॥

# আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ

**ফাদার প্যাট্রিক গমেজ** ▯ বিগত অক্টোবর মাসের ১৬ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান সহরে অবস্থিত কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তাহব্যপী এই প্রশিক্ষণটির বিষয়বস্তু ছিল আন্তঃধর্মীয় সংলাপ-সম্প্রীতি এবং কাথলিক মণ্ডলরি দৃষ্টিভঙ্গী। প্রশিক্ষণে আটটি ধর্মপ্রদেশ থেকে প্রায় ৬০জন অংশগ্রহণ করেন। রাত ৮:৩০ মিনিটে শুরু হয় উদ্বেধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিল ত্রিপুরা-নৃত্য, জাতীয় সংলাপ কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ-এর শুভেচ্ছা ও স্বাগতম- বাণী ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন। এরপর জাতীয় সংলাপ কমিশনের সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি তার উদ্বেধনী বক্তব্য দিয়ে প্রশিক্ষনটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর ফাদার প্যাট্রিক গমেজ প্রশিক্ষণের শিক্ষা-বিষয়কেন্দ্রিক বিভিন্ন অধিবেশনের বিষয়গুলো তুলে ধরার পর অংশগ্রহণকারীগণ তাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর এই সভাটি পরিচালিত হয়। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ে মৌলিক ধারণা (ফাদার কাকন লুক কোড়াইয়া), পবিত্র বাইবেলের আলোকে অন্যান্য ধর্মের প্রতি কাথলিক মণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গি (ফাদার সিমন প্যাট্রিক গমেজ); দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ঘোষণাপত্র "অখ্রীষ্টান ধর্মসমূহের সাথে কাথলিক মণ্ডলীর সম্পর্ক " (ফাদার প্যাট্রিক গমেজ); ইসলাম ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং ইসলাম ধর্মের আলোকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, মোহম্মদ মজিবুল হক, সনাতন ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সনাতন ধর্মের আলোকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ(শ্রীপাদ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রম্মচারী; বৌদ্ধ ধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (ডঃ দীপংকর বড়ুয়া; আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সম্পর্কে শিক্ষা ও কার্যক্রম ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (ফাদার লেনার্ড রিবেরু)। ১৯ তারিখ বৃহস্পতিবার বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় উপাসনালয় ও ঐতিহানিক স্থান পরিদর্শন করা হয়। এর মধ্যেছিল বৌদ্ধ মন্দির (প্যাগোডা), মিউজিয়াম পরিদর্শন, চট্টগ্রামে হাটহাজার তে অবস্থিত ইকন মন্দির, ইসলাম ধর্মের তীর্থস্থান মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ। এ সকল জায়গা পরিদর্শনের মধ্যদিয়ে উক্তদিনের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়॥

# উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ এর "২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলন-মেলা ২০২৩"

**সমিতির পক্ষ থেকে** ▯ গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় 'উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমূখী সমবায় সমিতি লি:' এর ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলন মেলা-২০২৩। সকাল ১০টায় সমিতির চেয়ারম্যান তার্সিসিউস পালমার সভাপতিত্বে কোরাম ঘোষণার মাধ্যমে বার্ষিক সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। অতপর সেক্রেটারি পিউস ছেড়াও এর আহ্বানে চেয়ারম্যানসহ সকল বোর্ড সদস্য, ঋণদান ও পর্যবেক্ষণ কমিটির সদস্যগণ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। অতপর, ফাদার প্রদীপ পেরেজ, এস জে পবিত্র বাইবেল থেকে বাণী সহভাগিতা করেন এবং মহান সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তরবঙ্গবাসি সকলের মঙ্গল কামনা করে সভার প্রারম্ভিক প্রার্থনা উৎসর্গ করেন। এরপর বার্ষিক সাধারণ সভার নির্ধারিত আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রথমে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলনসহ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। অতপর, মৃত: সদস্য-সদস্যাসহ বিশ্বে করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধসহ সারা বিশ্বে মৃত্যুবরণকারী সকলের জন্য শোক-প্রস্তাব গ্রহণ ও তাদের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে চলে- চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য ও ধন্যবাদ প্রস্তাব গ্রহণ, বিগত সভার প্রতিবেদন, বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ ম্যানেজারের আর্থিক প্রতিবেদন ও বাজেট, ঋণদান কমিটি ও পর্যবেক্ষণ কমিটির কার্যক্রম প্রতিবেদন উপস্থাপন, আলোচনা ও অনুমোদন। সভার শেষ পর্যায়ে ঋণদান কমিটির সদস্য পর্ণা মারীয়া কস্তা এবং বোর্ড সদস্য রাজীব রবার্ট রোজারিও এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় এক আকর্ষনীয় লটারী পর্ব। ৩টি কোরামপূর্তি এবং ২৭টি সাধারণ লটারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন সমিতির উপদেষ্টামন্ডলী ও প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ। শেষাংশে অদ্যকার সভাটি সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য পিতা ঈশ্বরকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বোর্ড সদস্য মিসেস রীতা ডি' কস্তা। পরিশেষে, পর্যবেক্ষণ কমিটির সদস্য মিসেস লাভলী গমেজের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘটে॥

# এইচএসসি পরীক্ষাত্তোর মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

**সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ** ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে বিগত ৭-১৩ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ দোম আন্তনীয় পালকীয় সেবাকেন্দ্র, ঢাকা মহাধর্মপদেশ, নাগরীতে- এইচএসসি পরীক্ষাত্তোর মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের শুরুতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। এ প্রশিক্ষণ চলাকালে বিভিন্ন বক্তাগণ তাদের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। বিভিন্ন বক্তাগণ তাদের যে উপস্থাপনা তুলে ধরেন তন্মধ্যে - পেশা নির্ধারণে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব, যুব নেতৃত্বে খ্রিস্টীয় নৈতিকতা, যুব সংলাপ: স্বপ্ন, চ্যালেঞ্জ ও সক্ষমতা, খ্রিস্টবিশ্বাস মন্ত্র এবং সংস্কারীয় জীবন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও যুব সমাজ, বন্ধুত্ব এবং যুব আধ্যাত্মিকতা, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্ম উন্নয়নের প্রচেষ্টা, পরিবর্তনশীল বাস্তবতা: ব্যক্তির অভিযোজন এবং সাড়াদানের দক্ষতা, খ্রিস্টীয় বিবাহ ভাবনা ও প্রস্তুতি, যৌন জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পর্ক, মাদকের ভয়াবহতা, প্রভাব ও প্রতিকার, ক্যারিয়ার নির্দেশনা, দ্বন্দ্ব এবং মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর অংশগ্রহণকারীদের আলোকপাত করা হয়। এছাড়াও কোর্স চলাকালীন সময়ে একদিনের শিক্ষা সফরে ঐতিহাসিক সোনার গাঁ এ অবস্থিত যাদুঘর এবং পানাম নগরী পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। কোর্সের সমাপনী দিনে অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর এপিসকপাল যুব কমিশন এর যুব সমন্বয়কারী ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু সিএসসি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট এবং পুরস্কার প্রদান করেন। এ কোর্স চলাকালে সার্বক্ষণিক তিন জন ফাদার ছিলেন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের জন্য। এছাড়াও ১২ জন যুব এনিমেটর কোর্স চলাকালে সার্বিক সহযোগিতা করে। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে॥

# ঐশ করুণা ধর্মপল্লী, ভাটারাতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

**ফাদার রিগ্যান পিউস কস্তা** ঐশ করুণা ধর্মপল্লী, ভাটারায়, বিগত ৬ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, ঢাকা শহরে অবস্থানরত শ্রীলংকা থেকে আগত খ্রিস্টভক্তদের মধ্য থেকে ৬ জন ছেলে-মেয়েকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করেন ফাদার তিলকাসিরি ফার্নান্দো টিওআর, যিনি একজন শ্রীলংকান যাজক এবং বাংলাদেশে ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের কমিশনারী সুপিরিওয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফাদার তিলকাসিরি ফার্নান্দো, টিওআর, ছেলেমেয়েদের ও পিতামাতাদের ধর্মশিক্ষা প্রদান করেন। তিনি ইংরেজী ও সিংহালি ভাষা ব্যবহার করে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং উপদেশে যিশু খ্রিস্টের দেহ ও রক্তের ঐশতাত্ত্বিক বিষয়টি সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পরপরই সবাইকে সার্টিফিকেট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়। প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারী ছেলেমেয়েরা সবাই কেক কাটার মধ্যদিয়ে সকলের সাথে আনন্দ সহভাগিতা করেন।

বিগত ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, ঐশ করুণা ধর্মপল্লী ভাটারায়, ৭৪ জন ছেলে-মেয়েকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রদান করা হয়। সরো সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ, রামপুরা সেমিনারীর সেমিনারীয়ানগণ, প্রার্থনা পরিচালক ও ধর্মপল্লীর যাজকগণ দ্বারা দীর্ঘ ৬ মাস তাদের ধর্মশিক্ষা প্রদান করার মধ্যদিয়ে প্রস্তুত করে তোলা হয়। প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করেন ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ভিকার জেনারেল, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। খ্রিস্টযাগের পরপরই সবাইকে সার্টিফিকেট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়।

ঐশ করুণা ধর্মপল্লী, ভাটারায় বিগত ২০ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, ৩৭ জন ছেলে-মেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী বিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। তিনি পবিত্র আত্মার শক্তি ও আমাদের জীবনে এর গভীরতার বিষয়টি সুন্দরভাবে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পরপরই পাল-পুরোহিত ফাদার শীতল টি কস্তা এবং ফাদার মিল্টন কস্তা, এস.জে. হস্তার্পণ গ্রহণকারীদের জন্য সার্টিফিকেট ও উপহার প্রদান করেন॥

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়
৩২, শাহ্ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা- ১১০০
ফোন: +৮৮ (০২) ৪৭১১৫৯৯৫
মোবাইল: +৮৮০১৭১১৫২৮২০৯
ই-মেইল: stjosephschool 1954@gmail.com

St. Joseph's School of Industrial Trades
32, Shah Sahib Lane, Narinda, Dhaka- 1100
Phone: +88 (02) 47115995
Mobile: +8801711528209
E-mail: stjosephschool 1954@gmail.com

# সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি-২০২৪

## ৩২, শাহ্ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা - ১১০০

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে আগামী ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম অতিসত্ত্বর শুরু হতে যাচ্ছে।

**ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজপত্র:**

১) অষ্টম শ্রেণী পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণীগুলোতে অধ্যয়নরত থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
২) খ্রিস্টান ছাত্রদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট (আবশ্যক), পাল্লপুরোহিতের নিকট থেকে চিঠি (আবশ্যক), বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র।
৩) জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি।
৫) সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

**পরীক্ষা পদ্ধতি:**

ভর্তি পরীক্ষা লিখিত এবং মৌখিক হবে। প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দুই পর্বে। যথা:
**ক) প্রথম পর্বের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়:** ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ৯:০০ টা থেকে।

**খ) দ্বিতীয় পর্বের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়:** ৮ জানুয়ারী, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ৯:০০ টা থেকে।
*বি.দ্র: দ্বিতীয় পর্বের ভর্তি পরীক্ষা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্বচনের তারিখের জন্য পরিবর্তিত হতে পারে)।*

**গ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ:** ১০ জানুয়ারী, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার দুপুর ১২:০০ টায়। ফলাফল ফেসবুক পেইজে দেওয়া হবে। (Facebook page: St. Joseph School of Industrial Trade)।

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, (মেশিন, ইলেক্ট্রিক, ওয়েল্ডিং এবং কার্পেন্ট্রি) এই চারটি বিষয়ের উপর কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে উপরোক্ত যে কোন একটি বিষয়ের উপর তিন বছ রের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

**বাৎসরিক ভর্তি ফি:** প্রথম বছরের ভর্তি ফি: ৬,৪৫০.০০ (ছয় হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা।
পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ভর্তি ফি: ২,৫০০,০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা।

**মাসিক ফি:**

খ্রিস্টান ছাত্রদের হোষ্টেলে থাকা এবং খাওয়া বাবদ মাসিক ফি ৮০০.০০ (আটশত) টাকা। প্রশিক্ষণকালে প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক স্কুল বেতন ক) ১ম বর্ষের মাসিক ফি ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা; **খ)** দ্বিতীয় বর্ষের মাসিক ফি ২০০.০০ (দুইশত) টাকা গ) তৃতীয় বর্ষের মাসিক ফি ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

**বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:**

অফিস: +৮৮০১৭১১-৫২৮২০৯; ব্রাদার সামুয়েল: +৮৮০১৬৭৬-৪১১০০৮, ব্রাদার জেরী রোজারিও: +৮৮০১৬২৩-৮০০৭৫৩

**ব্রাদার রকি গোছাল, সিএসসি**
অধ্যক্ষ
01625 079502

*Machining, Electrical Appliances Repair, Motor T/F Rewinding, Carpentry (furniture), Motorcycle Repair, Plumbing Works, Building Maintenance (masony) Sheet Metal Works (Cabinet, Windows & Grills), etc.*

বিজ্ঞ/৩৩৪/২৩

# গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব উদ্‌যাপন

সম্মানিত খ্রিস্টভক্তগণ,
গোল্লা ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন।
অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক মহান সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব আগামী ১ ডিসেম্বর, শুক্রবার, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মহাসমারোহে ও আধ্যাত্মিক ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হবে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই।

উক্ত খ্রিস্টযাগে আপনাদের সকলের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদান্তে
ফাদার অমল খ্রীষ্টফার ডি' ক্রুজ (পাল-পুরোহিত)
ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা (সহকারী পাল-পুরোহিত)
পালকীয় পরিষদ ও সকল খ্রিস্টবৃন্দ, গোল্লা ধর্মপল্লী

পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ২০০০ টাকা
পর্বের খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান ২০০ টাকা

-: অনুষ্ঠানসূচী :-
নভেনার খ্রিস্টযাগ: ৬:৩০ মিনিট ও বিকাল ৪টায়।
পর্বীয় খ্রিস্টযাগ: ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার
১ম খ্রিস্টযাগ: সকাল ৬:৩০ মিনিট, ২য় খ্রিস্টযাগ: সকাল ৯:৩০ মিনিট

বিজ্ঞ/৩২২/২৩


# সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি), দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২৪ (Bible Diary - 2024), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার শিঘ্রই পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ৩৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 39
Regd. No. DA-33
❖ 29 October - 4 November, 2023, ১৩ - ১৯ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

*in loving memory*

*of*

# *Matilda Cecilia Gomes*

23 July 1958 - 25 October 2022

*The ones we love never go away,*
*They walk beside us even on this day,*
*Unseen, unheard, yet always near.*
*Still loved, still missed,*
*and very very dear.*

On her first death anniversary, her life is cherished and deeply missed by,

*Husband:* Bernard Ignatius Gomes

*Sons & Daughters-in-Law:* Julius Valentine Gomes & Mary Christina Gomes

Richard Michael Gomes & Catherine P. Gomes

*Grandson:* Bernard Aarjo Gomes

***Adir Bari, Choto Golla, Golla Mission***

বিজ্ঞ/৩৩৭/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : **01798-513042,** E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org